পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 19 Friday, 19 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ❋ ৩ পৌষ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মেয়াদ বাড়ল ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ ৩১ ডিসেম্বর থেকে বাড়ল সময়সীমা। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের চাকরির মেয়াদ বেড়ে হল ৩১ আগস্ট, ২০২৬। চাকরিতে বহাল থাকার পাশাপাশি বেতনও পাবেন তাঁরা - এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, প্রায় আট মাস চাকরিতে বহাল থাকার সুযোগ খুলে গেল সুপ্রিম কোর্টের নতুন নির্দেশে। ২০১৬ সালের প্যানেলে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় এর আগে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন করে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আজ, বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে শুনানি ছিল এসএসসি নিয়োগ মামলার। সেখানে আইনি জটিলতার কারণে নবম দশম, একাদশ দ্বাদশে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আর্জি জানিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই আবেদনেই সাড়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের আন্দোলনে প্রথম সারির মুখ হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুমন বিশ্বাস, চিন্ময় মন্ডলরা। তাঁদের কথায়, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে স্বস্তিটুকু সাময়িক। সাথী সমাধান নয়। অন্যদিকে, এই বছর যাঁরা নতুন করে চাকরিতে বসেছিলেন, শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশে তাঁদের ক্ষোভ স্পষ্ট। প্রাতিষ্ঠানিক এই দুর্নীতির ফলে নিয়োগে কেবল দেরি হচ্ছে। সমাধান বিশেষ কিছু মিলছে না বলেই দাবি তাঁদের। এদিকে এদিন মামলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে। গ্রুপ-সি ম্যামলাকারী সুবীর সরকার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন, যাতে এসএসসির যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই কলকাতা হাইকোর্ট যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয়। তবে হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন। ফলে একদিকে যেমন নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ নিয়েও জোরালো আইনি লড়াই চলছে শীর্ষ আদালতে। এই নিয়ে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এসএসসি ছিল, রাজ্য ছিল আর বোর্ড ছিল। নতুন করে নিয়োগ আমরা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। একাদশ-দ্বাদশের ফাইনাল রেজাল্ট পাবলিশ করব ৭ জানুয়ারি আর কাউন্সিলিং শেষ করে দেব ১৫ জানুয়ারি। আর নবম-দশমের সিলেকশন প্রসেস শেষ হবে মার্চ মাসের মিডিলে। তারপর কাউন্সিলিং। তাই একটু সময় বাড়াতে বলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেটাই অগাস্ট পর্যন্ত মঞ্জুর করেছে। আমরা বলেছি প্রচুর মামলা রয়েছে হাইকোর্টে। আমি অতৃপ্ত আত্মার কথা বললাম এই কারণে কারণ বিকাশ ভট্টাচার্যরা যাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা তো ২০১৬ সালে কেউ চাকরি পায়নি। ওরা ২০১৬ থেকে লেগে রয়েছে এখন ২০২৫। তাই অতৃপ্ত আত্মা বললাম।’’

বদনাম করে বাংলার বদল থামানো যাবে না

এজেন্সি দিয়ে ব্যবসায়ীদের হয়রানির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের পঞ্চদশ সংস্করণের উদ্বোধন করে উৎসবের মরশুমের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ ধনধান্য অডিটোরিয়ামের মঞ্চ থেকে ফের একবার বাংলার বদলে যাওয়া ছবি তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শিল্পমঞ্চ থেকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কিছু মানুষ পরিকল্পিত ভাবে বাংলাকে বদনাম করেন, কিন্তু বাস্তবতা তাঁদের জানা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমি ক্ষমতায় এসে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, বাংলার ভাবমূর্তি বদলাবই। আজ সেই পরিবর্তন চোখে পড়ছে।’’ তিনি জানান, দেশে লজিস্টিক হাব হিসেবে এখন শীর্ষে বাংলা। সেই কারণেই অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করছে। ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত কয়লা, দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর জোগান- এটাই বাংলার ট্যালেন্ট পুল। গত ১৪ বছরে শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা শূন্য বলেও দাবি করেন তিনি। শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসেবেও বাংলার অবস্থান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করেন, কিছু মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ফেক খবর ছড়িয়ে রাজ্যের বদনাম করছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে ৯৫টি সামাজিক প্রকল্প চলছে, যা দেশের অনেক রাজ্যেই নেই। কেন্দ্রের জিএসটি নীতির সমালোচনা করে মমতা বলেন, ‘‘জিএসটির নামে রাজ্য থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে।’’ পাশাপাশি এজেন্সির নামে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে শিল্পের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ব্যবসায়ীরা যদি সব সময় আতঙ্কে থাকেন, তাঁরা কাজ করবেন কীভাবে? কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, রাজ্যে প্রায় দুই কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ। বাংলা ইতিমধ্যেই সেমিকন্ডাক্টর হাব হিসেবে চিহ্নিত, আমেরিকা ও ব্রিটেন থেকে বিনিয়োগ আসছে বলেও জানান তিনি। পোশাক ও চর্মশিল্পে দেশসেরা অবস্থান, হাবরা-অশোকনগরে ওএনজিসির কাজ শুরু, গত দু’বছরে রিয়েল এস্টেটে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ- সবই তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটনেও বাংলার উত্থানের কথা বলেন তিনি। চাল উৎপাদনে দেশজুড়ে দ্বিতীয় ও সবজি উৎপাদনে প্রথম স্থানে বাংলার অবস্থান বলেও জানান। শেষে তাঁর বার্তা- ‘‘যারা বদনাম করছে, তারা অনেক সত্য জানে না। চুপ থাকা আমাদের আসল অস্ত্র। জেলাসির কোনও ওষুধ নেই।’’ মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম চারপাশে বাংলার এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে যে বাংলা কিছুই করতে পারবে না। চারপাশে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলা আসলে একটা লস্ট কেস। বাংলা কিছুই করছে না, করার ক্ষমতাই নেই, সব গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। দেখলাম সবাই শুধু বাংলার বদনামই করছে। বাংলায় শিল্প সম্ভাবনা নেই বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই দিন থেকেই আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম। চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম বাংলাও একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে।’’ নির্বাচনের পরে যে বিজিবিএস হবে এদিন সে কথাও বলেন মমতা। আর তখনই বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, ‘‘কিছু মানুষ বাংলার বদনাম করতে চায়। কিন্তু বাংলা কত এগিয়ে গিয়েছে সেটা তারা জানে না। বাংলা এখন লজিস্টিক হাবে এর নম্বরে।’’ সম্প্রতি মনরেগা প্রকল্পের নাম বদলে ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা নিয়ে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা যায় মমতাকে। খানিক ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, ‘‘১০০ দিনের কাজ থেকে গান্ধীজির নাম সরানো হয়েছে। জাতির জনককে ভুলে যাচ্ছেন? ভাবা যায়! আমাদের প্রকল্পের টাকা আটকে দিলেও আমরা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা ভিক্ষা চাই না। গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা কর্মশ্রী দিচ্ছি। নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ আমরা সকলকে শ্রদ্ধা করি। তারপরও বাংলার বদনাম করা হয়। আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। কিন্তু অনুরোধ করব এমন কিছু করবেন না যার জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। দয়া করে এই বিভেদ করবেন না, সবাইকে নিয়ে চলুন। আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই, শান্তি চাই।।’’ তাঁর কথায়, ‘‘ওরা (পড়ুন কেন্দ্র) বাংলাকে সহ্য করতে পারে না। একটা সময় কলকাতা ছিল দেশের রাজধানী। ব্রিটিশরা বাঙালিদের বশে আনতে পারেনি, তাই রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আবার কি সেই সময় এসেছে? বাংলা কি তবে নতুন করে লড়াই শুরু করবে?’’

‘সবসময় কেন টেনশন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ তৃণমূলের শাসনকালে রাজ্যে খেলা, মেলা, উৎসবের হিড়িক বেড়ে যাওয়া নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। ক’দিন আগেই এই খেলা-মেলা নিয়ে দলের ভিতরেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস উৎসবের সূচনাতেও উঠে এল এই একই প্রসঙ্গ। তাও আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। এদিন অ্যালেন পার্কে আনুষ্ঠানিক ভাবে বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চ থেকেই মমতা বলেন, ‘‘ভাল থাকতে হলে মাঝে মাঝে রিল্যাক্সেশন প্রয়োজন হয়। উৎসব এই রিল্যাক্সেশন দেয়। সব সময় কেন খালি টেনশন? প্রচুর বিদেশি পর্যটক আমাদের রাজ্যে এসেছেন। আমি দেখতে চাই বিদেশি পর্যটক আসায় আমরা যেন দেশে এক নম্বর হতে পারি।’’ অ্যালেন পার্ক ছাড়াও রাজ্যের আরও ১৪ টি জায়গায় একই সঙ্গে ক্রিসমাস উৎসবের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, ‘‘আজকাল যে কোনও উৎসবকে কেন্দ্র করে সব জায়গা সেজে ওঠে। আমরা সব ধর্ম বর্ণকে সম্মান করি। জানি না কেন আমাদের কেউ কেউ ডিফেম করে। প্রতিটা উৎসবই তো আমরা করি। আমার বাংলার মানুষেরা মেলা থেকে খেলা সবটাই ভালবাসে। মেলা-খেলা সারা বিশ্বকে যুক্ত করে। এটা একটা কমন ব্রিজ।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠান ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। শুধু ২৪ ও ২৫ তারিখ অ্যালেন পার্কের সামনের রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। সেখানে শুধু হাঁটা যাবে। অ্যালেন পার্কের এই রাস্তা তখন ওয়াকিং স্ট্রিট হয়ে যাবে। পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বড়দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘‘মানবিকতা থেকে বড় আর কিছু পৃথিবীতে নেই। সবাই ভাল থাকবেন, ভাল রাখবেন।’’ এদিন স্টেজে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়ান, ইন্দ্রনীল সেন। তাছাড়া মোস্ট রেভারেন্ড ড. এলিয়াস ফ্র্যাঙ্ক (আর্চ বিশপ অফ কলকাতা), মোস্ট রেভারেন্ড ড. পরিতোষ ক্যানিংও (মডারেটর, চার্জ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আর্চ বিশপ অফ কলকাতা) মঞ্চে ছিলেন। গান, নাচ-সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরও রঙিন হবে এবারের ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল। বুধবার রাতে আলো জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে সমস্ত আলো। অ্যালেন পার্কের পাশাপাশি পুরো পার্ক স্ট্রিট চত্বর জুড়ে থাকছে খাবারের একাধিক স্টল।

ভোটার তালিকা শুনানির আগে বিএলএ বৈঠকে মমতা-অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানিয়েছে। দলের দাবি, প্রশাসনিক সংশোধনের নামে বহু ক্ষেত্রেই বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক শুনানি শুরু হওয়ার আগেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ২২ ডিসেম্বর, সোমবার, কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দলের বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-দের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকের সময়কাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২৩ ডিসেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানি শুরু হবে। তার ঠিক একদিন আগে এই বৈঠক করে দলীয় কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে, প্রয়োজনে খসড়া তালিকায় নাম থাকা ভোটারদেরও শুনানিতে ডাকা হতে পারে। ফলে

সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দলীয় সূত্রে খবর, সোমবারের বৈঠকে মূলত কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলি জেলার একাংশের বিএলএ-দের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনই মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই তিনি স্পষ্ট করে দেন, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দল কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করবে না। ২২ ডিসেম্বরের বৈঠক থেকে মমতা ও অভিষেক বিএলএ-দের নির্দেশ দিতে পারেন, যাতে তারা বুথ লেভেল অফিসার-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করেন। মৃত, স্থানান্তরিত বা দ্বৈত ভোটারের নাম বাদ যাওয়া প্রশাসনিকভাবে স্বাভাবিক হলেও, সেই প্রক্রিয়ার আড়ালে কোনও বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হতে পারে। এই সাংগঠনিক তৎপরতার মাঝেই রাজ্য রাজনীতিতে মানবিক ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আরেকটি ইস্যু নতুন করে সামনে এসেছে। বীরভূমের সুনালি খাতুন যিনি বিএসএফ-এর হাতে ‘পুশব্যাক’ হয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে সম্প্রতি দেশে ফেরেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে আলোচনা চলছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সুনালিকে বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনা করে এবং মানবিকতার প্রশ্নে কড়া পর্যবেক্ষণ দেয়। আদালত প্রশ্ন তোলে, সুনালির বাবা যদি ভারতীয় নাগরিক হন, তবে তাঁকে কীভাবে বাংলাদেশি বলা যায়? এই রায়কে তৃণমূল কংগ্রেস নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে। বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে সুনালি খাতুন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি এখন ‘স্পেশাল অবজারভেশন’-এ রয়েছেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সীমিত রাখা হয়েছে। একদিকে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কমিশনের শুনানির আগে সংগঠনকে সতর্ক করা, অন্যদিকে মানবাধিকার ও নাগরিকত্ব প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বার্তা- সব মিলিয়ে বছর শেষের আগেই আগ্রাসী কৌশল নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর ২২ ডিসেম্বর নেতাজি ইনডোরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের দিকেই।

বাড়তে চলেছে রোল অবজার্ভারদের নিরাপত্তা, সিইও দফতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ নির্বাচন কমিশনের অবজার্ভারদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবস্থা করা হোক। ফলতায় এসআইআর-এর কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে যখন বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন পর্যবেক্ষক সি মুরুগান, তখন এই মর্মে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরে সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন বাংলায় নিযুক্ত কমিশনের অবজার্ভাররা। সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, এবার থেকে সিইও দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু দফতরেই নয়, নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভারদেরও। তাঁরা যখন এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ে জেলায় জেলায় যাবেন, তখন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে থাকবেন জওয়ানরাও, এমনটাই খবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক মহিলাদের নেতৃত্বে তাঁকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ দেখানো হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আর্জি জানিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠান কমিশনের পর্যবেক্ষকরা। রাজ্যে বর্তমানে একজন বিশেষ পর্যবেক্ষক বা স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভারের পাশাপাশি তিন জন ডিভিশনাল পর্যবেক্ষক রয়েছেন। জেলা স্তরের কাজকর্ম তদারকির জন্য নির্বাচন কমিশন আরও ১২ জন পর্যবেক্ষককে পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত করেছে। তাঁরা বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করছেন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতার ঘটনার পর পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন তাঁরা। সেই কারণেই উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

‘কোটি রোহিঙ্গা’ তত্ত্বে জল ঢালল সরকারি রিপোর্ট! ১১ বছরে বাংলাদেশ সীমান্তে আটক কতজন?

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারী দেশে ঢুকে পড়েছে-দীর্ঘদিন ধরে চলা সেই রাজনৈতিক দাবিকে কার্যত খারিজ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকারেরই পেশ করা পরিসংখ্যান। সংসদে জমা দেওয়া সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ বছরে বাংলাদেশ সীমান্তে আটক হয়েছেন ১৯ হাজারেরও কম মানুষ। ফলে ‘কোটি রোহিঙ্গা’ তত্ত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য বলছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে মোট ১৮,৮৫১ জনকে আটক করা হয়েছে। চলতি বছরেও সংখ্যাটি কয়েক হাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই সংখ্যা কোনও ভাবেই ‘কোটি বা ‘লক্ষ লক্ষ’ অনুপ্রবেশকারীর দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বারবার দাবি তোলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা ভারতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সরকারি রিপোর্ট সেই দাবিকে বাস্তবসম্মত নয় বলেই ইঙ্গিত করছে। সীমান্তভিত্তিক তুলনামূলক তথ্যেও একই ছবি। সরকারি নথি অনুযায়ী, বাংলাদেশ সীমান্তেই আটকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মায়ানমার সীমান্তে আটকের সংখ্যা অনেক কম, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান সীমান্তে তা আরও কম। ফলে

অনুপ্রবেশ নিয়ে যে ভয়াবহ চিত্র প্রায়শই তুলে ধরা হয়, তার সঙ্গে সরকারি তথ্যের স্পষ্ট ফারাক ধরা পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, অনুপ্রবেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক ভাষণ আর প্রশাসনিক তথ্যের মধ্যে এই ফারাক নতুন নয়। তবে সংসদে পেশ করা সরকারি হিসাব সামনে আসায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। নিরাপত্তা, মানবিকতা ও রাজনীতির ত্রিমুখী টানাপড়েনে অনুপ্রবেশ ইস্যু যে এখনও সংবেদনশীল, তা স্পষ্ট। সরকারি রিপোর্ট প্রকাশের পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে-তবে কি সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে অতিরঞ্জিত আশঙ্কা তৈরি করা হচ্ছিল? নাকি আটক ও বাস্তব অনুপ্রবেশের হিসাবের মধ্যেই রয়েছে ফাঁকফোকর? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নতুন চ্যালেঞ্জ।

মনরেগার নাম পরিবর্তন করে লোকসভায় পাশ নতুন ‘জিরামজি’ বিল, কপি ছিঁড়ে প্রতিবাদ বিরোধীদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ বিরোধীদের তীব্র আপত্তি ও হইচইয়ের মধ্যেই লোকসভায় পাশ হয়ে গেল নতুন ‘জিরামজি’ বিল। ধ্বনিভোটে বিলটি গৃহীত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সারা দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন স্পিকার। কেন্দ্রের লক্ষ্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে নতুন আইনি কাঠামোর আওতায় আনা। সেই উদ্দেশ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ করা হয় ‘বিকশিত ভারত, গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’, সংক্ষেপে ‘জিরামজি’। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সংসদ চত্বরে গান্ধির নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করেন ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সাংসদরা। অধিবেশন শুরু হতেই গান্ধির ছবি হাতে নিয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। বিলের কপি ছেঁড়া হয়। বিতর্কে অংশ নেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা, ডিএমকে-র টিআর বালু ও সমাজবাদী পার্টির ধর্মেন্দ্র যাদব। তাঁদের দাবি ছিল, এত গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হোক। তবে শেষ পর্যন্ত স্লোগান ও প্রতিবাদের মধ্যেই ধ্বনিভোটে বিলটি পাশ করানো হয়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই বিলটি রাজ্যসভায় তোলা হতে পারে। শুক্রবার শীতকালীন অধিবেশনের

শেষ দিন হওয়ায় বিরোধীদের আশঙ্কা, দ্রুততার সঙ্গে উচ্চকক্ষেও বিলটি পাশ করানো হতে পারে। এত দিন এই প্রকল্পটি পরিচিত ছিল মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫- অর্থাৎ মনরেগা নামে। প্রস্তাবিত আইনে গান্ধির নাম বাদ পড়ায় বিরোধী শিবিরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, বছরে কাজের দিন ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করার প্রস্তাব থাকলেও প্রকল্পের ব্যয়ের ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলির ঘাড়ে চাপানোর বিষয়টিও আপত্তির কেন্দ্রে। কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের অভিযোগ, প্রকল্পের নাম থেকে গান্ধির নাম বাদ দেওয়া মানে জাতির জনকের অবমাননা। যদিও এই অভিযোগ খারিজ করে শিবরাজের পাল্টা বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদির সরকার গান্ধির আদর্শ মেনেই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পথে হাঁটছে। প্রকল্পের নাম পরিবর্তন নিয়ে সংসদে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি ও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের মধ্যে তীব্র বাক্বিতণ্ডা হয়। প্রিয়ঙ্কা কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘এই সরকারের সব কিছুর নাম বদলানোর এক অদ্ভুত নেশা রয়েছে।’’ জবাবে শিবরাজ বলেন, ‘‘কংগ্রেসই অতীতে নানা প্রকল্পের নাম নেহরুর নামে বদল করেছে।’’ তাঁর আরও দাবি, ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের সময় প্রকল্প চালু হলেও ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কারণে গান্ধির নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মা ক্যান্টিন পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার পরিচালিত মা ক্যান্টিন ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের মা ক্যান্টিনে গিয়ে কর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে খোঁজখবর নেন। আর্থিক ভাবে দুর্বল মানুষের জন্য এই ক্যান্টিন চালু করেছিল তৃণমূল সরকার। কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় এই ক্যান্টিনের সুবিধা পান বহু মানুষ। সরকারি হাসপাতালেও রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজন এই সুবিধা পান।এই ঘটনার কথা সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। সেখানে লেখা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, মানুষের সুখ-দু ঃখের সাথী। গরিব মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে তিনি চালু করেছিলেন 'মা ক্যান্টিন'। আজ হঠাই কলকাতার এক মা ক্যান্টিনে হাজির হলেন তিনি, নিজের হাতে ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে তুলে দিলেন অন্ন। তাঁকে কাছে পেয়ে দারুণ খুশি আগত মানুষজন, প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

শ্বাসরুদ্ধ রাজধানীঃদিল্লিতে বায়ুদূষণ আবার উদ্বেগজনক, একিউআই ছুঁইছুঁই ৪০০

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই ফের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালেও দিল্লির আকাশে ধোঁয়াশার ঘন চাদর, আর তারই সঙ্গে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বাতাসের গুণগতমান। একাধিক এলাকায় বায়ুর মান সূচক বা একিউআই ৩০০ ছাড়িয়ে কোথাও কোথাও ৪০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এদিন সকাল থেকেই দিল্লির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাতাসের মান ' সকাল থেকে 'মন্দ খারাপ' পর্যায়ে ঘোরাফেরা করেছে। ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্য পথ, অক্ষরধাম, নজফগড়, আর কে পুরম, আনন্দ বিহার-সহ একাধিক এলাকায় দূষণের প্রকোপ ছিল চোখে পড়ার মতো। শহরের রাস্তায় নামলেই কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে মিশে থাকা ধোঁয়াশা যেন স্বাভাবিক দৃশ্য হয়ে উঠেছে, যা দিনের আলোতেও দৃশ্যমানতা কমিয়ে দিচ্ছে।পরিসংখ্যান বলছে, নজফগড়ে বৃহস্পতিবার সকালে একিউআই ছিল ২৮৪, যা ' মন্দ পর্যায়ের শেষ সীমায়। আর কে পুরমে এই সূচক পৌঁছেছিল ৩৭৪-এ, বারাপুল্লাহ ফ্লাইওভারে ছিল ৩৫৬। তবে পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে আনন্দ বিহার, গাজীপুর ও অক্ষরধাম এলাকায়, যেখানে একিউআই ৪১৫ থেকে ৪১৬-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এই মাত্রার দূষণকে ' ধরা হয় এবং দীর্ঘ সময় এই বাতাসে থাকলে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা, গলা ব্যথা-সহ নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।শীতের মরসুমে দিল্লির বায়ুদূষণ নতুন কিছু নয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, ঠান্ডা পড়লেই বাতাস ভারী হয়ে যায়, ফলে দূষিত কণাগুলি উপরের দিকে উঠতে পারে না। তার উপর যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণকাজ থেকে উড়তে থাকা ধুলো, শিল্পাঞ্চলের নির্গমন এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর প্রভাব মিলিয়ে পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। বাতাসের গতি কম থাকায় দূষণ জমে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে একই অবস্থায় রয়ে যায়।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিতে শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, শিশু, প্রবীণ নাগরিক এবং শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভোগা মানুষদের এই সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরনো, বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করা এবং ঘরের ভিতরে বাতাস পরিশোধক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও যানবাহনের ব্যবহার কমিয়ে, পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে প্রশাসনের তরফেও নজরদারি চলছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা গ্র্যাপের কড়াকড়ি বাড়ানো হতে পারে। তবে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, প্রতি বছর একই সময়ে একই ছবি দেখা গেলেও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান কবে মিলবে? শীতের হিমেল হাওয়ার সঙ্গে দূষণের এই অশনিসংকেত রাজধানীর জন্য যে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুনানির জন্য ভোটারদের নোটিস দিতে শুরু করল কমিশন

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃশুনানির জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই ভোটারদের নোটিস পাঠানো শুরু করল নির্বাচন কমিশন।কমিশন সূত্রে খবর, ২০০২ সালের (রাজ্যে এর আগে শেষ এসআইআর হয়েছিল ওই বছরে) ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র দেখাতে পারেননি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭৩ জন ভোটার। ওই 'নো ম্যাপিং' ভোটারদের প্রত্যেকের কাছে নোটিস যাবে। নোটিস দেওয়ার পর সাত দিন সময় দেওয়া হবে ভোটারদের। কোথায়, কখন শুনানি হবে, তা নোটিসেই বলে দেওয়া হবে।' নো ম্যাপিং' শ্রেণিভুক্ত ভোটারদের পাশাপাশি আরও এক কোটির বেশি ভোটারকে নিয়ে সংদেহ রয়েছে কমিশনের। এই শ্রেণিতে রয়েছেন প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটার। তাঁদের নামও খসড়া তালিকায় রয়েছে। তবে তাঁদের এনুমারেশন আবেদনপত্রে পাওয়া তথ্য সন্দেহজনক ঠেকছে কমিশনের। সেই কারণে তাঁদের তথ্য যাচাই করে দেখবেন বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও)-রা। যাচাইপ্রক্রিয়ার পরও যে সমস্ত ভোটারকে নি‌ে কমিশনের সন্দেহ দূরীভূত হবে না, কেবল তাঁদেরই শুনানির জন্য ডাকা হবে।প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারের শুনানির নোটিস জারি করা হতে পারে । যাদের ২০০2 সালে হওয়া এসআইআর-এর তথ্য অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম পাওয়া যায়নি । অথচ সেই সমস্ত নাম ২০২৬ সালের খসড়া ভোটার তালিকায় রয়েছে ।বুধবার ওই আধিকারিক বলেন, খসড়া ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হবে না । যদিও তাদের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হতে পারে। ইআরও-রা ১৮ ডিসেম্বর সকাল থেকে শুনানির নোটিশ জারি করা শুরু করবেন। শুনানির জন্য নোটিশের দুটি করে প্রতিলিপি জারি করা হবে। যার একটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে দেওয়া হবে, অন্যটি ভোটারের স্বাক্ষর পাওয়ার পর বুথ লেভেল অফিসারের বা বিএলও-র কাছে থাকবে। নোটিস পাওয়ার পর ভোটারদের শুনানির জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হবে। তবে তাও শীঘ্রই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি আপনার জীবনে বেশ কিছু বাধা এবং চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। চিন্তার স্বচ্ছতার জন্য এটি ভাল সময় নয়, যা আপনার ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্পর্কে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি শক্তির অভাব অনুভব করতে পারেন এবং কখনও কখনও প্রিয়জনদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে মতবিরোধ বাড়তে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ।

বৃষঃ আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। অন্যদের ব্যাপারে আপনার জড়িত থাকা আজ এড়ানো উচিত।।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা অশান্তিপূর্ণ হতে পারে। আপনি অস্থির এবং ব্যস্ত বোধ করতে পারেন। আপনার মেজাজ অস্থির থাকবে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে অসন্তোষের কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক দিন হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাসের একটি চমকার ঢেউ বয়ে আসবে। বিবাহের যোগ হবে।

কন্যাঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত।

তুলাঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ হতে পারে। আপনি আপনার দৈনঃিদন জীবনে ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শুভ দিন।

মকরঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মোকাবিলা করতে আপনার কিছু সঠিক উপদেশ দরকার। শুভ দিন।

বৃশ্চিকঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ভাল দিন। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে। আর্থিক ব্যয়

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি আপনার চারপাশে কিছু উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন, যা আপনার মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করবে।

মীনঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় না করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। সংসারে শান্তি

প্রয়াত প্রখ্যাত ভাস্কর রাম সুতার

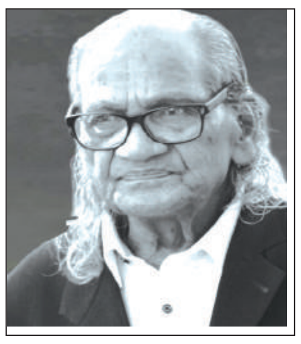

নযড়া, ১৮ ডিসেম্বরঃপ্রয়াত হলেন বিখ্যাত ভাস্কর রাম সুতার। বুধবার রাতে নযড়ার নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর পুত্র তাঁর প্রয়াণের খবর জানিয়ে প্রেস বিবৃতি দেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০। তাঁর ডিজাইনেই গুজরাতের নর্মদা তীরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিশ্বের সবচেয়ে বড় মূর্তি 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' তৈরি হয়। যার উচ্চতা ১৮২ মিটার।১৯২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার গন্দুরে জন্ম গ্রহন করেন। জানা গিয়েছে শৈশব থেকেই ভাস্কর্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন রাম সুতার। মুম্বইয়ের জেজে স্কুল অফ আর্ট এবং আর্কিটেকচার থেকে পড়াশুনা করেন তিনি। সেখানে গোল্ড মেডেল পান রাম সুতার। তিনি দেশে বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। এরমধ্যে, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি এবং সংসদ প্রাঙ্গণে ঘোড়ায় চড়ে থাকা ছত্রপতি শিবাজির প্রতীকী মূর্তিগুলি। এগুলি তাঁর সেরা সৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির নকশা তাঁরই তৈরি। এই মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি নামে পরিচিত। ১৯৯৯ সালে ' পদ্মশ্রী' সম্মান পান তিনি। ২০১৬ সালে তাঁকে পদ্মভূষণও দেওয়া হয়।

প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে বৈঠকে 'ভাই' রাহুলকে টেনে 'ঠাট্টা'! ইউটিউব দেখে রান্না করা খাবারও অফার করেন নীতিন

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ সংসদের অন্দরে রাজনীতির ব্যস্ততার মধ্যেও হাসি-ঠাট্টা আর ঘরোয়া আতিথেয়তার এক অন্য ছবি ধরা পড়ল কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা ও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির বৈঠকে। কেরলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই সাক্ষাৎ শুধুই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছিল ভাই-বোনের রসিকতা, আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক বার্তা এবং গড়করির নিজের হাতে রান্না করা খাবার। বৃহস্পতিবার কেরলের ওয়েনাড কেন্দ্রের সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় স।ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে কেরলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ছ'টি জাতীয় সড়ক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রিয়ঙ্কা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানান। বৈঠকে নীতিন গড়করি জানান, প্রস্তাবিত কয়েকটি প্রকল্প কেরল রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত। ফলে কেন্দ্র সরকার সেগুলির দায়িত্ব সরাসরি নিতে পারে না। তবে বাকি প্রকল্পগুলির বিষয়ে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। এই গম্ভীর আলোচনা চলাকালীনই একটি মুহূর্ত আসে যেখানে এক মজার মন্তব্য করে ফেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গড়করি বলেন, সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রিয়ঙ্কা গান্ধির ভাই রাহুল গান্ধি তাঁর সঙ্গে দেখা করে রায়বরেলির কয়েকটি রাস্তা নিয়ে কথা বলেছেন। হাসতে হাসতে বলেন, ''ভাইয়ের কাজ করে দিলাম, বোনেরটা না করলে তো আপনি বলবেন, আপনারটা করিনি!'' এই মন্তব্যে প্রিয়ঙ্কা-সহ উপস্থিত সবাই হেসে ওঠেন। কেরলের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্যে আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখা যায়। তিনি জানান, যেসব প্রকল্প বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের আওতায় রয়েছে, কেরলে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বৈঠকের শেষে রাজনীতির গণ্ডি ছাপিয়ে এক ঘরোয়া মুহূর্ত নজর কাড়ে। নীতিন গড়করি নিজে ইউটিউব দেখে ভাত দিয়ে একটি পদ তৈরি করেছিলেন। এদিন তাঁর দফতরে আসা সকলকেই পরিবেশন করা হয় সেই রাইস বল, সঙ্গে চাটনি। প্রিয়ঙ্কা গান্ধি যখন সেখানে যান, গড়করি নিজে অনুরোধ করেন খাবারটি চেখে দেখার জন্য। প্রিয়ঙ্কা এবং কংগ্রেস নেতা দীপেন্দ্র সিং হুডাকে সেই খাবারের স্বাদ নিতে দেখা যায়। সেই ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে।

মোদীর মুকুটে নতুন পালক, ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই বুধবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, গত সন্ধ্যায় আমাকে 'দ্য গ্রেট অনার নিশান অফ ইথিওপিয়া' প্রদানের জন্য ইথিওপিয়ার জনগণ, সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলির প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ সভ্যতার থেকে সম্মানিত হওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই সম্মান অগণিত ভারতীয়দের জন্য যারা বছরের পর বছর ধরে আমাদের অংশীদারিত্বকে রূপ দিয়েছেন এবং শক্তিশালী করেছেন। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং নতুন সুযোগ তৈরিতে ইথিওপিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা আরও দৃঢ় করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।ভারত ও ইথিওপিয়া নিজেদের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে। তিন দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদেশের প্রধানমন্ত্রী অ্যাবি আহমেদ আলির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভারত ও ইথিওপিয়ার সম্পর্ককে নতুন শক্তি, নতুন গতি এবং নতুন গভীরতা প্রদান করবে। দুই দেশের মধ্যে ৮ টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রদান করা হয়েছে ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান - দ্য গ্রেট অনার নিশান অফ ইথিওপিয়া। আদিস আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুদেশের অংশীদারিত্ব জোরদার করতে তাঁর ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনেতা হিসাবে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য মোদীকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যচম প্রাচীন সভ্যতার কোনও দেশ থেকে এই সম্মান গ্রহণ করা তাঁর এক বিরাট প্রাপ্তি।

সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে বৃহস্পতিবার এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, এটা আমার গর্ব, সংখ্যালঘু উন্নয়নে রাজ্য সরকার অভূতপূর্ব কাজ করেছে এবং করে চলেছে।সংখ্যালঘু দফতরের পরিকল্পনা বাজেট ১০ গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালের ৪৭২ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৫ হাজার ৬০২ কোটি টাকার বেশি হয়েছে।সংখ্যালঘু স্কলারশিপের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বাংলা ১ নম্বর। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের টাকায় ' ঐক্যশ্রী' স্কলারশিপ চালু করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে প্রায় ১০ হাজার ২০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।দেশের ভিতরে বা বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। গত প্রায় ১৫ বছরে ৪০ হাজার মতো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে প্রায় ৩২৭ কোটি টাকার শিক্ষা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, রয়েছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা।সংখ্যালঘু সহ ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ' মেধাশ্রী'প্রকল্প চালু করা হয়েছে।২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু যুবক যুবতী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেম্বারদের স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে ১৬ লক্ষ ৩১ হাজার উপভোক্তাকে ৩ হাজার ৯২৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।MSDP প্রকল্প রূপায়ণে দেশের মধ্যে বাংলা ১ নম্বর। আমাদের দাযিত্বকালে, এই প্রকল্পে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করে সংখ্যালঘু - প্রধান এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থে IMDP প্রকল্পে - ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকের সংখ্যালঘু প্রধান এলাকায় ৭৪৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে।MSDP এবং IMDP ছাড়াও, আরো প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে অন্যান্য সংখ্যালঘু-প্রধান এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।সংখ্যালঘু দু ঃস্থ মহিলাদের গৃহনির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে মঞ্জুর করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার ২৭ জনকে ২ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে।১৪টি জেলায় ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হচ্ছে। ৩৮টি ইন্টিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে।২৩৫টি সরকার-স্বীকৃত আনএইডেড জুনিয়র হাই মাদ্রাসাকে শিক্ষকঅশিক্ষক কর্মচারীদের মাসিক সাম্মানিক দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের টাকায় প্রকল্প চালু করা হয়েছে।এছাড়াও, আরো ৭০০টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই আরো ৩৬৬ টি মাদ্রাসাকে আনএইডেড মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ৩৬৬ টি মাদ্রাসার শিক্ষকঅশিক্ষক কর্মচারীদেরকেও মাসিক সাম্মানিক দেওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।৬৩৮টি মাইনরিটি হোস্টেল স্থাপন করা হচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে ১০ হাজার টাকা (১০০০ টাকা করে ১০ মাস) তদারকি ভাতা দেওয়া হচ্ছিল। সম্প্রতি তা বাড়িয়ে বছরে ১৮ হাজার টাকা (১৮০০ টাকা করে ১০ মাস) করা হয়েছে।মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে।৫৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং পার্ক সার্কাসে আরো একটি ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হয়েছে। ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ টাউন ক্যাম্পাসে ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।কর্মরতা মহিলাদের জন্য কৈখালিতে - 'ঐকতান' হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে।'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী ও কর্মপ্রার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির পরীক্ষা এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কোচিং দেওয়া হচ্ছে।১০ শতাংশের বেশি উর্দু ভাষাভাষী মানুষ যেখানে রয়েছেন, সেখানে উর্দুকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামপুর এবং আসানসোলে উর্দু অ্যাকাডেমি রিজিওনাল সেন্টার চালু করা হয়েছে।রাজারহাট নিউটাউনে ১০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন হজ হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের সমস্ত রকম সহায়তা করা হচ্ছে।প্রায় ৬৯ হাজার ইমাম ও মোয়াজ্জিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ করছে।সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ এবং সংখ্যালঘু স্কিল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে মাইনোরিটিজ কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

শুরু হল রাজ্যের বাণিজ্য সম্মেলন

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহের এই বাণিজ্য সম্মেলনে দেখা গেল না সদ্য ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া অরূপ বিশ্বাসকে।বৃহস্পতিবার দেশ-বিদেশের শিল্পপতি, বণিকমহলের প্রতিনিধিরা হাজির হন এক দিনের এই বাণিজ্য সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা, শিল্প দফতরের সচিব বন্দনা যাদব-সহ ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অমিত মিত্র, প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।শিল্পমহলের প্রতিনিধিত্ব করেন হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়, অশোক ধানুকা, উজ্বল চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, সত্যম রায়চৌধুরী, প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, মায়াঙ্ক জালান প্রমুখ। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে অনুপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ ও আবাসনমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।এই বিজনেস কনক্লেভ কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বাণিজ্য সম্মেলন। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের বদলে এ বছরে প্রথম এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করছে রাজ্য।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক অথবা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করবে। সকাল ও সন্ধ্যায় শীতের আমেজ কমবে। সকালে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে, ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে একটু বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে ও রাতে স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে আগামী কয়েক দিন। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।উত্তরবঙ্গে খুব সকালে সামান্য কুয়াশার সম্ভাবনা, শীতের আমেজ চলবে। পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৯ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থা উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

লোকসভায় সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল ২০২৫ পেশ অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃঅর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বৃহস্পতিবার লোকসভায় সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল, ২০২৫ পেশ করলেন। এই বিলটি এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে মজবুত করা, সংশোধন করার লক্ষ্যে কাজ করছে।প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা বাড়াতে এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটস এর আইনগুলিকে একীভূত করে এবং সংশোধন করে মূলধন বাজারে ব্যবসা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চায়। সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল, ২০২৫ এর লক্ষ্য হল নীতি-ভিত্তিক আইনি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র ক্ষমতা এবং কাঠামোকে শক্তিশালী করা।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও অদ্বিতীয় ধুরন্ধর, ধুঁকছে কিস কিসকো প্যায়ার করু ২

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর ঃ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে মুক্তির পর থেকেই ছবিটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আট থেকে আশি-সব বয়সের দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে 'ধুরন্ধর'। বৃহস্পতিবার বক্স অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ছবিটি দ্বিতীয় বুধবার অর্থাৎ ১৩ তম দিনে আয.করেছে ২৫.৫০ কোটি টাকা। এর আগে ১২ দিনে এই ছবি আয় করেছে ৩০.৫ কোটি এবং ১১ দিনে আয় করেছে ৩০.৫ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ছবির মোট দেশীয় আয় ৪৩৭ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাপী আয় ৬৩৯ কোটি টাকা ।অন্যদিকে , বক্স অফিসের দৌঁড়ে পিছিয়ে কপিল শর্মার ছবি কিস কিসকো প্যায়ার করু ২। বক্স অফিসের তরফে জানানো হয়েছে ছবিটি পঞ্চম দিনে আয় করেছে ১.১ কোটি টাকা । এখনও পর্যন্ত ছবিটি মোট আয.করেছে ১০ কোটি টাকা । রনবীর সিংয়ের ধুরন্ধরের সঙ্গে পাল্লা দিতে কার্যত হিমশিম অবস্থা এই ছবির । ছবির আয়ের গতি পরিচালক ও প্রযোজক মহলে বাড়িয়েছে চিন্তা ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সমাজ ও দেশের স্বার্থেই পরিবর্তন-বিরোধীদের তোপ দেগে বললেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ মনরেগার নাম পরিবর্তন করে ' ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা ভিবি-জি রাম-জি করার প্রস্তাব ঘিরে যখন দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, তখন এই বিতর্কে সরাসরি মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বিরোধীদের অভিযোগকে কার্যত খারিজ করে দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানালেন, নাম পরিবর্তন কোনও নতুন ঘটনা নয় এবং এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখারও কারণ নেই।বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, দেশের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাঠামোয় সময়ে সময়ে পরিবর্তন এসেছে এবং তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারই অংশ। তাঁর বক্তব্য, একসময় প্ল্যানিং কমিশনের নামও বদলে গিয়ে নীতি আয়োগ হয়েছে, কিন্তু তাতে দেশের উন্নয়ন থেমে থাকেনি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, নামে কী আসে যায়? দেশের নানা শহর, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন হয়েছে অতীতেও। প্রয়োজন অনুসারে সরকারি প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়, সেটাই বাস্তবতা।বিরোধীদের সমালোচনা করে বিজেপি নেতা বলেন, তাঁরা আসলে নাম পরিবর্তনের বিষয়টিকে সামনে এনে প্রকল্পের ভেতরে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও পরিবর্তনের বিরোধিতা করছেন। দিলীপ ঘোষের দাবি, নতুন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারকে ৪০ শতাংশ তহবিল দিতে হবে এবং শ্রমিকদের তাঁদের প্রাপ্য অর্থ যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে। এই আর্থিক দাযিত্ব ও স্বচ্ছতার প্রশ্নেই অনেক রাজ্য সরকার সমস্যায় পড়ছে, আর সেই কারণেই বিরোধিতা করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।দিলীপ ঘোষের কথায়, কেবল এমন পরিবর্তনই আনা হচ্ছে যা সমাজ ও দেশের দীর্ঘমেয়াদি উপকারে আসবে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করাই সরকারের লক্ষ্য। নাম নিয়ে রাজনৈতিক হইচই করে প্রকৃত বিষয় থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।মহাত্মা গান্ধীর নাম ব্যবহার করে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আসলে কী করেছে, সেই প্রশ্নও মানুষের সামনে আসা উচিত। তাঁর দাবি, দেশের মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণ ও তাঁদের আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত কাজ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। শুধু মহাত্মা গান্ধী নন, বরং ড. বি

বিধানসভা অধিবেশনে হইচই, ঋণ বিতরণ নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৮ ডিসেম্বরঃ রাজ্য বিধানসভায় তীব্র উত্তেজনার ছবি ধরা পড়ল। ঋণ বিতরণে বৈষম্যের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শাসক দলের মধ্যেই একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্যে বিতর্ক শুরু হয়। অধিবেশন কক্ষে একসময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, স্বাভাবিক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার পর্ব ব্যাহত হয়। উন্নয়নমূলক কাজ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকারের ভূমিকা ঘিরে এদিন বিধানসভায় তর্ক-বিতর্কই হয়ে ওঠে মূল বিষয়। বিতর্কের সূত্রপাত হয় একাধিক বিধায়ক অভিযোগ তোলেন যে, রাজ্যের কিছু নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়মিতভাবে দেওয়া হলেও অন্য কয়েকটি এলাকা বারবার বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হওয়ার কথা, তা সমানভাবে সব এলাকায় পৌঁছচ্ছে না। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার জন্য ঘোষিত ঋণ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই শাসক দলের অভ্যন্তরে মতভেদ প্রকাশ্যে আসে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৬মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

মেসি কাণ্ডে ক্ষমার প্রশ্ন তুলে শুভশ্রীর পাশে রচনা

চুঁচুড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃযুবভারতী ক্রী।াঙ্গনে লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলা নিয়ে যখন রাজ্যজু।ে বিতর্ক থামছেই না, ঠিক তখনই চুঁচুড়ার এক অনুষ্ঠানে মুখ খুললেন হুগলির সাংসদ ও অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, যুবভারতীর ঘটনা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক, তবে এত বড় ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন, সেটাও দেশের রাজনীতিতে বিরল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি দিল্লি, হাথরাস কিংবা কুম্ভমেলার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে রচনার প্রশ্ন, সেসব ঘটনায় ক'জন দায়িত্ব নিয়ে সামনে এসে ক্ষমা চেয়েছেন? মেসি কাণ্ড নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এদিন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি সহকর্মী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশেও দাঁড়ান। যুবভারতীর অনুষ্ঠানের আগে লিয়োনেল মেসি ও আর্জেন্টিনার অন্যান্য ফুটবলাররা যে অভিজাত হোটেলে ছিলেন, সেখানেই শুভশ্রীকে মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায়। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ছ।িয়ে প।তেই শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। রচনা মনে করেন, ঘটনার প্রেক্ষিতে অযথা আঙুল তোলা হচ্ছে। তাঁর কথায়, শুভশ্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাই তিনি সেখানে গিয়েছেন। উনি কী করবেন? একটা ব। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই সবার দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে।তবে আবেগের বশে নয়, বাস্তবতার মাটিতে দাঁ।িয়েই পুরো ঘটনার মূল্যায়ন করেছেন রচনা। তিনি অকপটে স্বীকার করেন, যুবভারতীর অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে গুরুতর গাফিলতি ছিল। সাংসদের কথায়, গোটাটাই ভুল ব্যবস্থাপনার নিদর্শন, যেটা আমরা আশা করিনি। পরিকল্পনা যদি ঠিকঠাক হত, তাহলে হয়তো এত ব। সমস্যা তৈরি হত না। হায়দরাবাদ, মুম্বই কিংবা দিল্লি যেভাবে এই ধরনের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে করতে পেরেছে, এখানেও তা সম্ভব ছিল। তাঁর মতে, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে আর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।উল্লরচনার বক্তব্যে একদিকে যেমন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তেমনই রয়েছে মানবিকতার দিকটিও। তিনি মনে করেন, ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সাহসই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়। সেই জায়গা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, ভুল হলে তা মানতে জানতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেটা করেছেন।উল্লএদিন চুঁচুড়ায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন নেতাজি স্পোর্টস এরিনায় আয়োজিত জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ানশিপ দেখতে। বাংলার দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনোয় তিনি আশাবাদী। খেলাধুলোর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাংসদ জানান, রাজ্যে ক্রীড়াচর্চার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে জাতীয় স্তরে বাংলা নিয়মিত সাফল্য পায়।

পুলিশে আগুন-প্রশিক্ষণ, রাজনীতির তাপ

আরামবাগ, ১৮ ডিসেম্বরঃআগুন লাগলে প্রথম প্রতিরোধ-এই লক্ষ্যেই এবার পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপণের দায়িত্ব। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় গিয়ে পুলিশকর্মীদের আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছেন দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা। থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। থানার আধিকারিক থেকে কনস্টেবল, ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার-সকলকেই এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ থানায় এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তার পরে গোঘাট থানায় দমকল আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে চলে হাতেকলমে অগ্নিনির্বাপণ মহড়া। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী দিনে আরও থানায় এই প্রশিক্ষণ চলবে।তবে পুলিশের এই নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির কটাক্ষের পাশাপাশি পুলিশের অন্দরমহলেও শোনা যাচ্ছে অসন্তোষের গুঞ্জন। বিরোধীদের দাবি, ' সংক্রান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই আঁচ পেয়েই নাকি পুলিশকে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে যুবভারতীর রহস্যভেদে সিসিটিভির ফাঁস, বোতল ছোড়ার সূত্র ধরেই এগোচ্ছে সিট

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃলিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠানে হঠাৎ শুরু হওয়া বিশৃঙ্খলা কি ছিল পরিকল্পিত, না কি আবেগের উচ্ছ্বাস থেকেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল পরিস্থিতি-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আরও গভীরে নামছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৩ ডিসেম্বর ঠিক কী ঘটেছিল, কে বা কারা প্রথম বোতল ছুড়েছিল, কোন জায়গা থেকে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত-সব কিছুর স্পষ্ট চিত্র পেতেই স্টেডিয়ামের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারী সংস্থা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা বুঝতে পেরেছেন, স্টেডিয়ামের নীচের টিয়ার থেকেই প্রথম বোতল ছোড়া হয়। তার পর মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ছ।িয়ে প।ে বিভিন্ন ব্লকে। একে একে দর্শকদের একটি অংশ বোতল ছুড়তে শুরু করলে পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। যে ব্লক থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত, সেই নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ফুটেজ বারবার দেখে যাচ্ছেন সিটের সদস্যরা। এই ঘটনার সঙ্গে জ।িয়ে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-মেসির অনুষ্ঠানের দিন ঠিক কত জনের হাতে গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড ছিল এবং কারা সেই কার্ড ইস্যু করেছিলেন। যুবভারতীকাণ্ডের পর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সিট এখন খতিয়ে দেখছে, যাঁরা সেদিন মাঠের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই কি বৈধ গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড ছিল, নাকি নিয়ম ভেঙে অননুমোদিত ভাবে কেউ মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। কার্ড দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়া, দায়িত্বে থাকা সংস্থার ভূমিকা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথায় ফাঁক থেকে গেল, তা-ও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। সিটের এক সদস্য তথা রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তা পীযূষ পাণ্ডে জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছেন তাঁরা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তদন্ত এগোলে ধীরে ধীরে আরও তথ্য প্রকাশ্যে আসবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বুধবার সকালে তদন্তকারী দল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পর তাঁরা যান স্টেডিয়াম লাগোয়া বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অফিসে। সেখানে কিছুক্ষণ বৈঠক সেরে বেরিয়ে যান সিটের সদস্যরা। একই দিনে যুবভারতীতে হাজির হয় ফরেন্সিক দলও। ভাঙচুর হওয়া অংশগুলি খতিয়ে দেখা হয়, বিভিন্ন কোণ থেকে ছবি তোলা হয় এবং স্টেডিয়ামে পড়ে থাকা জলের বোতল-সহ একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সেই নমুনাগুলি পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় কোন ধরনের বোতল ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কোথা থেকে সেগুলি ছো।া হয়। যুবভারতীতে ভাঙচুরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে আরও ধরপাকড় হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে এলেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, যুবভারতীকাণ্ডের পর গঠিত অনুসন্ধান কমিটির পরামর্শ মেনেই মঙ্গলবার সিট গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ। এই বিশেষ দলে রয়েছেন রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তা পীযূষ পাণ্ডে, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং ব্যারাকপুর পুলিশের কমিশনার মুরলীধর। বুধবার জানা গিয়েছে, তদন্তের পরিসর বাড়ায় সিটের সদস্যসংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে আট করার কথা ভাবা হচ্ছে। ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিককেও দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। মেসির মতো আন্তর্জাতিক তারকার অনুষ্ঠানে কী ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এমন বিপর্যয় ঘটল, তা এখন রাজ্য পুলিশের কাছে বড় প্রশ্ন। সিসিটিভি ফুটেজ, ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড সংক্রান্ত তথ্য মিলিয়ে তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মো। নেয়, সে দিকেই এখন তাকিয়ে ক্রীড়াপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

ঘুনির আগুনে সর্বস্বান্ত শত শত পরিবার, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর, প্রশাসনের আশ্বাসে ভরসা খুঁজছে পোড়া বসতি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃনিউ টাউনের কাছে ঘুনি ঝুপড়ি বসতিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা রাজ্যজুড়ে শোরগোল। বুধবার সন্ধ্যায় মুহূর্তের মধ্যে আগুনের গ্রাসে ছাই হয়ে যায় একের পর এক ঝুপড়ি। এক রাতের ভয়াল আগুনে মাথার ছাদ হারান শতাধিক পরিবার। ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোমুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট জমি কোনও সরকারি নয়, বরং একটি ট্রাস্টের মালিকানাধীন। ফলে নির্মাণ নিয়ে আপত্তি ভিত্তিহীন ও মামলাটি ত্রুটিপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে কোনও আবেদন বিবেচনা করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালত।মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া

জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট জমি কোনও সরকারি নয়, বরং একটি ট্রাস্টের মালিকানাধীন। ফলে নির্মাণ নিয়ে আপত্তি ভিত্তিহীন ও মামলাটি ত্রুটিপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে কোনও আবেদন বিবেচনা করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালত।মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট জমি কোনও সরকারি নয়, বরং একটি ট্রাস্টের মালিকানাধীন। ফলে নির্মাণ নিয়ে আপত্তি ভিত্তিহীন ও মামলাটি ত্রুটিপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে কোনও আবেদন বিবেচনা করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালত। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে ফোন করে তিনি ঘটনার বিস্তারিত খোঁজ নেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার সকালে ঘুনি বসতির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন এবং ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৩০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক কাপ।ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষদের চোখেমুখে আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার ছাপ স্পষ্ট। বুধবার সন্ধ্যায় নিউ টাউন ইকোপার্কের পিছনে জনবসিপূর্ণ ঘিঞ্জি ঘুনি ঝুপড়ি বসতিতে আগুন লাগে। রাজারহাটের জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই বসতিতে বাঁশের কাঠামো ও ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি ঝুপড়ি ঘর মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে। ওই এলাকায় বসবাসকারী বহু মানুষ প্লাস্টিক ও কাগজ কু।িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ফলে ঘরে ঘরে দাহ্য সামগ্রীর স্তূপ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে পাশের বাড়িগুলিতে মজুত থাকা গ্যাস

মনরেগা থেকে গান্ধীর নাম মুছে দেওয়ার প্রতিবাদে সরব মমতা, কর্মশ্রী হবে

নয়াদিল্লি,১৮ডিসেম্বরঃনয়াদিল্লিতে বিরোধীদের তুমুল হইচই আর প্রতিবাদের মধ্যেই লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলের বিল। মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দিয়ে মনরেগাকে নতুন নাম দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ঘিরে দেশজু।ে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক তখনই এই ইস্যুতে সরাসরি আক্রমণে নামলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে ' আখ্যা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, গান্ধীকে সম্মান না দিলে তার জবাব দেবে বাংলা। সেই বার্তারই প্রতীকী ঘোষণা হিসেবে রাজ্যের কর্মশ্রী প্রকল্পের নাম বদলে ' রাখার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চ।ান প্রশাসনিক প্রধান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, এটা দেশের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অবমাননা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মনরেগা থেকে গান্ধীর নাম বাদ যাচ্ছে-লজ্জা হচ্ছে। আমরা কি জাতির জনককে ভুলে যাচ্ছি? যদি কেন্দ্রীয় সরকার গান্ধীজিকে সম্মান দিতে না পারে, তাহলে আমরা দেব। এই বক্তব্যের পরেই মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, রাজ্যের কর্মশ্রী

প্রকল্পের নাম বদলে রাখা হবে ' মমতার কথায়, নেতাজি সুভাষচংদ্র বসু থেকে মহাত্মা গান্ধী-দেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান জানানোই বাংলার ঐতিহ্য। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পাল্টা রাজনৈতিক ও নৈতিক বার্তা দিতেই এই নামকরণ বলে স্পষ্ট করে দেন তিনি। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান লোকসভায় একটি বিল পেশ করেন, যেখানে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগার নাম বদলে ' ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত নাম হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে VB-G RAM-G, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে কটাক্ষ শুরু হয়েছে। বিল অনুযায়ী, বছরে ১০০ দিনের কাজ বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব থাকলেও, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলির উপর আর্থিক চাপ বাড়বে বলেই মনে করছেন বিরোধীরা। এই নাম পরিবর্তন ও বরাদ্দ কমানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে সংসদের অন্দরে ও বাইরে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বিরোধী শিবির। ইন্ডিয়া ব্লকের নেতারা ব্যানার ও পোস্টার হাতে সংসদ চত্বরে মিছিল করেন। কংগ্রেসের তরফে সোনিয়া গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গে সরাসরি এই আন্দোলনে অংশ নেন। তাঁদের বক্তব্য, মনরেগা শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি গান্ধীর আদর্শে গড়া সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতীক। সেখান থেকে গান্ধীর নাম মুছে ফেলা মানে ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসও আলাদা করে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। তৃণমূল সাংসদদের স্পষ্ট বক্তব্য, যে প্রকল্প দেশের গ্রামীণ গরিব মানুষের রুটি-রুজির সঙ্গে যুক্ত, সেই প্রকল্পের নাম থেকে জাতির পিতার নাম বাদ দেওয়া কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই অবস্থানকে আরও জোরালো করতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ' ঘোষণার মাধ্যমে কেন্দ্রকে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এসএসসি নিয়োগে ' ১০ নম্বর' ঘিরে তীব্র ক্ষোভ, শিয়ালদহ থেকে গান্ধীমূর্তি পর্যন্ত রাজপথে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরএসএসসি-র নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ফের রাজপথে নামলেন নতুন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ থেকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে তাঁরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। তাঁদের মূল অভিযোগ, অভিজ্ঞতার নিরিখে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার ফলে কম নম্বর পেয়েও চাকরিরত বা অভিজ্ঞ প্রার্থীরা ইঃটারভিউতে ডাক পাচ্ছেন, অথচ তুলনামূলক বেশি নম্বর পেয়েও নতুন চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই প্রেক্ষিতেই এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও অভিজ্ঞ-সবাই একই পরীক্ষায় বসেছেন। তাহলে নিয়োগের মানদণ্ড কেন এক হবে না, সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, আমরা পাঁচ দফা দাবি নিয়ে মিছিল করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি, অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এমন কোনও ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সবার জন্য মানদণ্ড সমান থাকে। মেধার ভিত্তিতেই যেন নিয়োগ হয়। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে শুরু হওয়া মিছিল ধীরে ধীরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ধরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে পৌঁছয়। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান-' অপমান চলবে না', ' সুযোগ চাই'-এই দাবিতে সরব ছিলেন আঃদালনকারীরা। পুলিশি নজরদারির মধ্যেই শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে এই কর্মসূচি। তবে আন্দোলনকারীদের

করে জানায়, চাকরিরত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া হবে। এই নিয়মে পরীক্ষায় বসেন নতুন চাকরিপ্রার্থী এবং চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরাও। ফল প্রকাশের পর নম্বরের ভিত্তিতেই ইন্টারভিউয়ের ডাক পাঠানো শুরু হয়। কিন্তু সেখানেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নতুন চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, পরীক্ষায় প্রকৃত মেধার ভিত্তিতে তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর যথেষ্ট হলেও অতিরিক্ত ১০ নম্বরের সুবিধা পেয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীরা ইঃ টারভিউয়ের তালিকায় ঢুকে প।ছেন। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া এক চাকরিপ্রার্থী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ৫৮-৫৯ নম্বর পেয়েও আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি। অথচ যাঁরা চাকরিরত, তাঁরা অতিরিক্ত ১০ নম্বর পেয়ে সহজেই ইন্টারভিউয়ের ডাক পাচ্ছেন। আমাদের তো শ্রেণিকক্ষে থাকার কথা ছিল, পড়াশোনা আর প্রস্তুতিতেই সময় দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হচ্ছি। এই প্রশ্নের জবাব রাজ্য সরকার ও কমিশনকেই দিতে হবে। আর এক চাকরিপ্রার্থী জানান, নতুন কণ্ঠে ছিল প্রবল হতাশা আর অনিশ্চয়তার সুর। নতুন চাকরিপ্রার্থীদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিল স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু অতিরিক্ত নম্বরের নিয়ম সেই ন্যায্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তাঁদের দাবি, নিয়োগে অভিজ্ঞতার মূল্য থাকলেও তা যেন পরীক্ষার ফলাফলের উপর এমন ভাবে প্রভাব না ফেলে, যাতে নতুন প্রার্থীরা শুরুতেই পিছিয়ে প।নে। এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এসএসসি নিয়োগ ঘিরে ক্ষোভ এখনও থামেনি। একদিকে চাকরিহারা ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ভবিষ্য নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের চাকরিপ্রার্থীদের সমান সুযোগের দাবি-এই টানাপোড়েনের মাঝেই রাজ্য সরকার ও কমিশনের ভূমিকার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সবাই। আন্দোলনকারীদের আশা, তাঁদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন। না হলে আগামী দিনে এই আন্দোলন আরও বড় আকার নিতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলছে খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

ভরা সভার মঞ্চে ' উপহার' ঘিরে তোলপাড়, অস্বস্তিতে তৃণমূল, বাঁকড়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

অনিকেত নস্কর,হাওড়া, ১৮ ডিসেম্বরঃভরা গ্রামসভার মঞ্চে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সংবর্ধনার মুহূর্তে হাসি, হাততালি আর উৎসবের আবহের মধ্যেই হঠাৎ প্রকাশ্যে উঠে এল একটি লম্বা রাইফেল। স্থানীয় এক তৃণমূলকর্মী মঞ্চে উঠে সেই বন্দুক তুলে দিলেন গ্রামপ্রধানের হাতে। কেউ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, কেউ ভয় পেলেন, কেউ আবার হাততালি দিয়ে ঘটনাটিকে হালকা ভাবে নিলেন। কিন্তু এই ' ঘিরেই বাঁকড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে প্রবল রাজনৈতিক বিতর্ক, যা অস্বস্তিতে ফেলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা এলাকার বাঁকড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার সেখানে পঞ্চায়েতের বার্ষিক সভা ছিল। সেই উপলক্ষে গ্রামপ্রধান আখতার হোসেনের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সময়ই আচমকা একটি লম্বা রাইফেল হাতে নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়েন এক স্থানীয় তৃণমূলকর্মী। সকলের সামনে গ্রামপ্রধানের হাতে বন্দুকটি তুলে দেন তিনি। প্রথমে হাসিমুখেই সেই উপহার গ্রহণ করেন আখতার হোসেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে গ্রামপ্রধান দাবি করেন, সেটি আসলে একটি খেলনা বন্দুক। তিনি বলেন, ওটা খেলনা বন্দুক। তবে এই ধরনের উপহার দেওয়া ঠিক হয়নি। ঘটনাটা হঠাৎ করে ঘটেছে। আমি জানতামই না যে, আমাকে এই ধরনের উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় শাসকদলের অস্বস্তি আরও বেড়েছে কারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ এবং তৃণমূলের স্থানীয় সভাপতি তাপস মাইতি। যদিও দু'জনেই দাবি বক্তব্য, আমাদের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেনি। তখন আমরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম না। তবে বিষয়টি

নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। জেলা নেতৃত্বের তরফে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হয়েছে এবং উপরমহল থেকে যে নির্দেশ আসবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন কল্যাণ ঘোষ ও তাপস মাইতি। এদিকে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই প্রকাশ্য মঞ্চে এই ধরনের ' উপহার'-এর নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তৃণমূল ততই এলাকায় ভয় ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। প্রকাশ্যে গ্রামপ্রধানের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার ঘটনা তারই প্রমাণ। স্থানীয় স্তরেও এই ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন, বিষয়টি নিছকই বেখেয়ালিপনা, কেউ আবার মনে করছেন, এমন দৃশ্য জনমানসে ভুল বার্তা দেয়। গ্রামসভার মতো সরকারি ও গণতান্ত্রিক পরিসরে বন্দুকের মতো প্রতীকের উপস্থিতি আদৌ কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও গ্রামপ্রধানের ' বন্দুক' দাবি বিতর্ক কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করছে, তবুও প্রকাশ্য মঞ্চে এই ঘটনার ছবি ও ভিডিও ঘুরে বেড়ানোয় রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। শাসকদলের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি যে তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট।

বড়দিনের আগে দক্ষিণবঙ্গে শীতের লুকোচুরি

কলকাতাঃবড়দিন এগিয়ে এলেও দক্ষিণবঙ্গে শীত যেন লুকোচুরি খেলছে। ডিসেম্বরের এই সময়ে যে কনকনে ঠান্ডা পড়ার কথা, তার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে বড়দিনের ঠিক আগে পারদ ফের নামতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি বেড়েছে। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করবে বলে পূর্বাভাস। এর জেরে সকাল ও সন্ধ্যায় শীতের আমেজ কিছুটা কম অনুভূত হবে এবং দিনের বেলায় শীতের প্রভাব অনেকটাই হালকা থাকবে। সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও দিনভর আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে এবং বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তা থাকবে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রির মধ্যে। উইকেন্ডে তাপমাত্রা সামান্য বাড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়াবিদরা। গত বুধবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গে শীতের দাপট কমলেও উত্তরবঙ্গে একেবারেই ভিন্ন ছবি। উত্তরবঙ্গের উপরের জেলাগুলিতে ভরপুর শীত অব্যাহত থাকবে। দার্জিলিং জেলা ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। সকালে হালকা কুয়াশার পর আকাশ পরিষ্কার হবে। মালদহ ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রির মধ্যে। সব মিলিয়ে, বড়দিনের আগে দক্ষিণবঙ্গে শীতের অপেক্ষা বাড়লেও, উত্তরে কনকনে ঠান্ডা রাজ্যবাসীকে শীতের স্বাদ দিচ্ছেই বলে জানা গিয়েছে খবর সূত্র থেকে।।

বলাগড়ে তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের ইঙ্গিত?

বলাগড়ঃবিধানসভা নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। তার মধ্যেই হুগলির বলাগড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা। শুভেন্দু অধিকারীর সভার পাল্টা হিসেবে বলাগড়ে শাসকদলের বড় জনসভা হলেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বর্তমান বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে। এই অনুপস্থিতি ঘিরেই প্রশ্ন উঠছে, নিছক ভুল নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে বড় কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। জেলার একাধিক প্রভাবশালী নেতা উপস্থিত থাকলেও স্থানীয় বিধায়কের অনুপস্থিতি দলের অন্দুরে সমন্বয়ের অভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মত বিশ্লেষকদের। নিজেও ফেসবুকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তাঁর দাবি, আগে থেকে জানানো হলে সরকারি কমিটির সফর বাতিল করেও তিনি সভায় পৌঁছনোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। এই বক্তব্য অনেকের কাছেই ইঙ্গিতপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিধানসভা ভোটের আগে বিধায়ককে এভাবে ব্রাত্য করে রাখা কাকতালীয় নয়। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার বলাগড়ে প্রার্থী বদলের পথে হাঁটতে চলেছে তৃণমূল? নতুন মুখ তুলে ধরার প্রস্তুতি কি অনেক আগেই শুরু? যদিও নিজের পোস্টে সভার প্রশংসা করে দলীয় আনুগত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন বিধায়ক। তবুও বলাগড়ের রাজনীতিতে যে বড়সড় রদবদলের গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তা আর অস্বীকার করার জায়গা নেই।

বাবরি মসজিদ মামলা খারিজ হাই কোর্টে

মুর্শিদাবাদঃমুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট জমি কোনও সরকারি নয়, বরং একটি ট্রাস্টের মালিকানাধীন। ফলে নির্মাণ নিয়ে আপত্তি ভিত্তিহীন ও মামলাটি ত্রুটিপূর্ণ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৯ সংখ্যা, শুক্রবার ২ পৌষ ১৪৩২

রবীন্দ্র সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহভাগের স্বরলিপিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো গান রচনা করার পরপরই তিনি স্বেচ্ছায় বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিখে নিতেন। এরপর তিনি সে গানের স্বরলিপি করে - সংরক্ষণ করতেন এবং তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনো গানের সুর ভুলে গেলে - তিনি দিনেন্দ্রনাথের স্মরণাপন্ন হতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বানুষ্ঠানাদিতেও উৎসগপত্রে তাঁকে ; সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী --আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের মতে, 'রবীন্দ্রসংগীত বা বাংলা সংগীতের জগতে দিনুবাবুর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না।' শান্তিনিকেতনে গান শেখানোর সময় তিনি সাধারণত কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে দু-একবার শুনতেন, তারপর দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাইতে শুরু করতেন। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী গানের সুর শুদ্ধভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে শেখাতেন। শান্তিনিকেতনে উনি যখন গানের ক্লাস নিতেন তখন তা শুধু গান শেখার মধ্যেই সীমিত থাকতো না, পরিণত হতো ভাব আদান-প্রদানের এক অপরূপ আনন্দমেলায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য পাত্রকে সমর্পণ করা তার যেন একান্ত সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি।' গান শেখার জন্য দিনেন্দ্রনাথের উৎসাহেরও শেষ ছিল না। তিনি কবিগুরুর ডাক পেলেই হাজির হতেন। তাছাড়া নিজ উৎসাহেও তিনি নতুন নতুন গান শিখে নিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশাল ভাণ্ডার নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার সকল গানের ভাণ্ডারী হচ্ছেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তার লেখা 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন- 'যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে ওপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেইসঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারি আমার সকল গানের ভাণ্ডারি শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।' শান্তিনিকেতন ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ। যেখানে ছোট-বড় সবাইকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখতেন। জীবনের শেষদিকে অভিমানে শান্তি নিকেতন ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় চলে যান। কিন্তু মন পড়ে থাকতো শান্তি নিকেতনে। প্রিয় কোনও ছাত্র এলেই শান্তিনিকেতনের খুঁটিনাটি খবরও নিতেন আগ্রহ ভরে। দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকেননি। তার ছাত্র শান্তিদেব যখন দেখা করতে এসেছিলেন, কমলা দেবী তাকে কবিগুরুকে বলার জন্য বলেছিলেন, 'রবিদাকে বলো ওঁকে যদি একবার ডাকেন।' শান্তিদেব সে কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ডাকেননি। কবিগুরুর এই আচরণ বিস্ময়কর। অথচ তখনও শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, রবীন্দ্রভারতীতে সংরক্ষিত একটি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়; 'তুমি আমাদের পিতা; গানটির স্বরলিপি আছে বলে জানিনে দিনু। আজকাল জোড়াসাঁকোয় থাকে কেউ গিয়ে যদি তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারে তো সহজ হয়। সুরটা শিখতে দেরী হবে না।'ইতি ৩ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' দিনেন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতন সবসময় বিরাজ করেছে। শান্তিনিকেতনের শিশুদের স্মৃতিতে উদ্বেলিত ছিল তার অন্তর। তাই হয়তো তার রচিত ও সুর দেওয়া জীবনের শেষ গান ছিল শিশুদের নিয়ে। যার প্রথম স্তবক- 'শালবনে শুনি শ্যাম..'

অভিনেতা উৎপল দত্ত

উৎপল দত্তের নিজের লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম, প্রত্যেকটি বইয়ের ক্ষেত্রেই, যেখান থেকেই পাতা ওল্টাই না কেন, দেখতে পাব সরস উক্তি-সহ কতগুলো লাইন লেখা। এবং তার রেফারেন্সও পাওয়া যাবে। বুঝতে পারতাম, একজন মানুষের লেখাপড়ার গণ্ডিটা কত বড় হতে পারে। আসলে, উৎপল দত্ত নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, এত বিবিধ ক্ষেত্র ধরে আলোচনা করতে হবে যে, সেটা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। উনি পাঁচটি ভাষায় অনর্গল লিখতে-পড়তে পারতেন। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ল্যাটিন, উর্দু। এবং মনে রাখতে হবে, ২০ বছর বয়স থেকে উনি বাংলা ভাষাটা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত করতে শুরু করেন। কেননা বাড়িতে ভয়ংকর সাহেবি ব্যাপারস্যাপার চলত বাবার কড়া নির্দেশে। সংগীতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কেউ যদি কোনও গান গুনগুন করে গাইত, উনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন, বলো তো এটা কোন ঠাট, কী রাগ, কী আরোহ, অবরোহ কী, প্রধান শব্দটা কী? সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেও পারতেন। আমার চোখের সামনে দেখা, বাঘের বাজনা চলছে, তার স্বরলিপিটা শর্টহ্যান্ডে লিখে কাউকে দিচ্ছেন। যাঁকে দেওয়া হচ্ছে, তিনি একজন প্রখ্যাত ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের শিল্পী। অবলীলাক্রমে উর্দু লিখতে পারতেন। আমাদের মধ্যে ছিলেন সামিম ভাই, তিনি হিন্দি পড়তে পারতেন না, এমনকী, অন্য কোনও ভাষাই পড়তে পারতেন না। উৎপল দত্ত সামিম ভাইকে পুরো কিউ শিটটা বানিয়ে দিতেন উর্দুতে লিখে। এগুলো আমার চোখের সামনে দেখা। সুতরাং, স্বল্প পরিসরে উৎপল দত্তকে ধরা সম্ভব না। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উৎপল দত্ত সম্পর্কে আমি এখন বহু কিছু জানতে পেরেছি। তাঁর সম্পর্কে জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিচয় ছিল। তিনি একাধারে নাটককার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সংগীতজ্ঞ, ভাষাবিদ তো বটেই। সমগ্র উৎপলকে বুঝতে সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

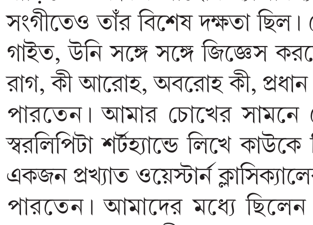

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

রামকৃষ্ণ দর্শন

আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। সেই শক্তিকে নিজেরকরতে হবে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পূজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আশির্বাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আশির্বাদ লাভ করেি তিনি জগতের আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা

ভারত তথা এশিয়ার চিকিৎসা জগতের মাইলস্টোন হচ্ছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের চিকিৎসা জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হচ্ছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন। এই মেডিকেল কলেজ পূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তারপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কলেজের শীর্ষ

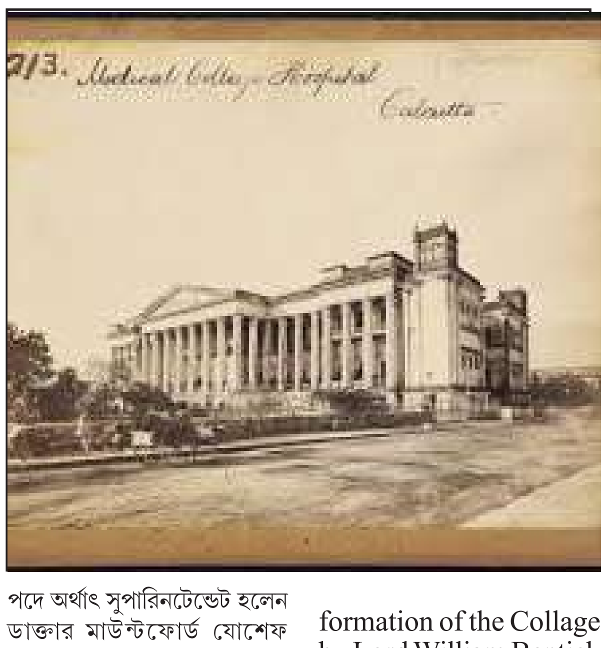

পদে অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেট হলেন ডাক্তার মাউন্টফোর্ড যোশেফ ব্রামলি। ডাক্তার ব্রামলির ওপরে সবাই ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। উপযুক্ত লোকের হাতে মেডিকেল কলেজর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রামলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে 'দ্য রিফরমার' পত্রিকা লিখেছে,"We are much rejoiced to hear that the superintendence of this newly created institution has been instructed to a very talented and zealous member of the caculty, Dr. Bramley"। অনেকেই মনে করে থাকেন যে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ডাক্তার গুডিভ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তারিখটির কথাও উল্লেখ করেছেন। পরের বছর ১৮৪৯ সালে ডাক্তার গুডিভের বক্তৃতার বেশ কিছু অংশ পরে উল্লেখ করেছেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-"Only fourteen year are gone since the Collage was established. I listened in this hall last year with no common interest to an accout of its first beginning ad progess, delivered by a gentleman now present, the only one, I believe, still remaining of the professors who watched over its infant destinies. At the risk of detaining you too long, I cannot refrain from uqoting so much of Dr. Goodeve's able address as refers to the subject on which I am endeavouring to fix your attention." এর পরেই তিনি গুডিভের উক্তি উল্লেখ করেন "Many here to-day may probably remember the formation of the Collage by Lord William Bentick in 1835The institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young Assistant Surgeons, to whom a third was subsquently, and after much difficulty, added, were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students...."। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজ যাতে সুস্থভাবে চলে তার দিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। তিনি বলতে গেলে একজন ভারত প্রেমিক ছিলেন। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতবাসীরা যাতে সঠিক চিকিৎসা লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকী মেডিকেল কলেজের বহু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী বইতেও (১৯৩৫) ২০ ফেব্রুয়রি ১৮৩৫ সালের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা জগতে শবব্যবচ্ছেদ একটি অন্যতম শিক্ষার অংশ। এটা না করতে পারলে মানবদেহ সম্পর্কে কোনও কিছু জানা সম্ভব হবে না। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে কিছুতেই শবব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মরদেহ মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করা হবে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সর্বত্র মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল রক্ষণশীলপন্থীরা। প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল ইতালির বোলোনাতে। ভারতের শবব্যবচ্ছেদ শুরু হওয়ার পাঁচশো বছর আগে। এটা করেছিলেন মনদোনা দ্য লুৎসি (১২৭০-১৩২৬)। কলকাতা মেডিকেল কলেজেও শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেডিকেল ছাত্রদের মানব দেহের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার তা করা খুবই জরুরী। শবব্যবচ্ছেদ পরিস্থিতি তৈরি করতে অধ্যাপক গুডিভ আগে একটি টেবিলের ওপরে মরদেহ রেখে বক্তৃতা দিতেন কেন শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন কেন। শবব্যবচ্ছেদ করার মানসিকতা ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করে দিলেন শিক্ষক গুডিভ। তারপরে কলকাতায় প্রথম ভারতের শবব্যবচ্ছেদের ঘটনা উপস্থিত হয়। অবশেষে সেই স্মরণীয় দিনটি উপস্থিত হল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সাল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্মরণীয় দিন। সেই সময়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি ছিলেন বড়লাটের আইন সচিব জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি ওই শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে কি বলেছিলেন তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই দিনটির কথা উপলদ্ধি করতে পারবো। ভারতের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র উন্মোচন সভায় বেথুন সাহেব বলেছিলেন, "The 10th Janurary, 1836, the date which I have affixed to the picture, a day for ever memorable in the annals of Bengal, was the great day, on which Madasudan Gupta rose up superior to the prejudices of his earlier education, and boldly flung open the gates of medical science to his countrymen "ভারতের শিক্ষা জগতের উন্নতি জন্য এগিয়ে এসেছিলেন নির্ভয়ে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি শুধু মাত্র মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল খোলেন নি, তিনি ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি জন্য ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় এবং উৎসাহে সেই সময়ে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। বেথুন সাহেবের সম্মতি ছিল। মধুসূদন গুপ্তের পরে আরও চারজন ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। কোন তারিখে শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেই বির্তকের কোনও যুক্তি নিষ্ঠ তথ্য ছিল না। আবার কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেখানে বলা হয়েছিল যে মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন নি। রাজকৃষ্ণ দে প্রথম তা করেন। যাঁরা এই ধারনা পোষন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়। এমনকী যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেও বেথুন সাহেবের কথাকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন," মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডা. ব্রামলি উল্লেখ না করলেও আমরা বেথুনের কথাকেই মান্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" তবে বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সালে এবং দ্বিতীয় শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ২৮ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে। তবে রাজকৃষ্ণ দে'কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী বলে মেনে নেওয়া হয়নি। মধুসূদনকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী স্বীকার করে নিয়ে বেথুন সাহেব মধুসূদন গুপ্তের তৈলচিত্রটি উন্মোমচন করেছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। মধুসূদনের পথ ধরেই পরে ছাত্ররা পরবর্তীকালে শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন তা ডাক্তার গুডিভ বলেছেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব তাঁর নিজের বক্তৃতার মধ্যে ১৮৪৮ সালে গুডিভের বক্তৃতার একটি অংশ উল্লেখ করেছিলেন, "Very shortly after this, a few courageous pupils, led by the example of one whose conduct on that and many other occassions cannot to be highly appreciated- our respected pundit Madasudhan Gupta-secretly, and in out-house of the building, ventured, under my superintendence with their own hands, to dessect a body which had been procured for lecture"। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেই সময়ে সমাজপতি থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদেরা সবাই কিন্তু বেথুন সাহেবের কথাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে প্রথম মধুসূদন গুপ্তই শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সেই বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। ভারতবন্ধু বেথুন সাহেব মধুসূদনের একটি ছবি দেন।

উত্তর কলকাতা খাবারের মধ্যে সেখানকার ঐতিহ্যের বন্ধন

বন্দনা দত্ত

শ্যামবাজার মোড় থেকে রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, উত্তর কলকাতার প্রাচীন এই জনপথের দুপাশে গড়ে ওঠা প্রাচীন ও নবীন খাবারের দোকানের বিপুল সম্ভার। কম-বেশী ২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় হাঁটতে যতটা সময় লাগবে আশাকরি এই পোস্টটি পড়তে তার থেকে বেশী সময় লাগবে না। তারপর খেতে ও খাওয়াতে কত সময় লাগবে সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যপার।

সেই যে কথায় আছে না, 'স্যাকরার ঠুকঠাক,কামারের এক ঘা'। চলুন, আজ কামারের এক ঘা দিয়েই দিই। মানে, আজ কোন একটা পাইস হোটেল বা বড় রেস্টুরেন্টের ইতিহাস-ভূগোল না জানিয়ে উত্তর কলকাতার বিশেষ অংশের খাবারদাবারের সুলুকসন্ধান করি।

মানিকতলায় বসবাস আর হেদুয়া-ঠনঠনিয়া-শ্যামবাজারে স্কুল-কলেজ থাকায় ছোটবেলা থেকে এই জায়গাগুলোয় অগুণতি বার যাতায়াত করেছি। বিধান সরণী, যার শুরুয়াৎ শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় থেকে, সেই রাস্তা- সেই ট্রামলাইন বরাবর হেঁটেছি বিভিন্ন সময়ে। ভোররাত থেকে মাঝরাত, গ্রীষ্মের দুপুর থেকে শীতের সন্ধ্যে, হরেকরকম স্বাদের আয়োজন দেখেছি, চেখেছি।

উত্তর কলকাতার সিনেমাপাড়া আর থিয়েটার-পাড়া হিসেবে পরিচিত এই এলাকা সেই সময় থেকেই খাদ্যরসিকদের কাছে স্বর্গ। তখন অবশ্য মুখরোচক খাবার বলতে দই-মিষ্টি, তেলেভাজাই চলত, এখনকার মত কাবাব- বিরিয়ানি -চাইনিজের রমরমা ছিল না।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, ঠিক যেখান থেকে বিধান সরণী চলতে শুরু করেছে, শুরু হোক সেখান থেকে। দোকানের আসল নাম, নিউ পাঞ্জাবি হোটেল বললে কেউ তেমন চিনতে পারবে না। তবে আদর করে যে নামে ডাকা হয়, সেই নামে গোটা শহর, রাজ্য মায় রাজ্যের বাইরেও বহু বাঙালি এক ডাকে চেনে। ঠিক ধরেছেন আমি 'গোলবাড়ি'র কথা বলছি। একদম শ্যামবাজার মোড়ের এই দোকান শুরু করেছিলেন রতন আরোরা নামের এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, আজ থেকে ৯৫ বছর আগে। যে বাড়ির নীচে এই দোকান, সেই বাড়ির গোলাকৃতি শেপের জন্য এর নাম গোলবাড়ি। এখানকার বিখ্যাত খাবার হল পরোটা আর কষা মাংস। এছাড়া কাটলেট, মাটন চপ আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। বসে খাবার জায়গা অপ্রতুলতা, মাঝে কর্মী অসন্তোষের কারণে বেশ কয়েক বছর দোকান বন্ধ থাকা, খাবারের স্বাদের গুণমান হ্রাস পাওয়া... হরেক কারণ সত্ত্বেও আজও শ্যামবাজার তথা কলকাতার অন্যতম ল্যান্ডমার্ক গোলবাড়ি।

ঘোর আমিষভুক লোকজনের পর নিরামিষভোজী লোকেদের কথা খেয়াল রাখা উচিত। তাই শ্যামবাজার মোড় থেকে বিধান সরণী ধরে কয়েক পা এগোলেই ডান হাতে পড়বে এই এলাকার একমাত্র ভেজ রেস্টুরেন্ট 'ডিমপি'। নামে ডিম থাকলেও এদের খাবারে ডিম-মাছ-মাংস-পেঁয়াজ-রসুন নেই। তবে খাবারের স্বাদ দুর্দান্ত। ধোসা থেকে নুডলস, লস্যি থেকে পোলাও সব ধরনের খাবার পাবেন এখানে। আর দামও পকেটের জন্য কষ্টকর নয়।

গোলবাড়ির মাংস, ডিমপির নিরামিষ খাবারের পর এবার চাইনিজ খাবারের স্বাদ নেওয়া যাক। কে.সি. দাস শপিং মলের উল্টোদিকের গলিতে, যেখানে ড্রিমল্যান্ড নার্সিং হোম রয়েছে, সেখানেই বেশ পুরোনো, ছোট, ঘরোয়া রেস্তোরাঁ 'মোম্বাসা'। কলেজে পড়ার সময় পকেটমানি যখন কম থাকত, তখন মাঝেসাঝে যেতাম এখানে। কম খরচে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন, কখনও সখনও স্যুপ। পকেট আর পেট দুটোই খুশি।

এবার আর একটু এগোলে ফড়িয়াপুকুর। এখন এখানে আমিনিয়া রেস্টুরেন্ট, ২০১৫ সাল থেকে। তার আগে এই জায়গায় ছিল 'ফ্রেন্ডস কেবিন'। পুরোনো দিনের রেস্তোরাঁ, যেখানে চপ-কাটলেট-কবিরাজি আর মোগলাই পরোটা প্লেটের পর প্লেট উড়ে যেত, তাদের নামের সাথে কেবিন শব্দটা যুক্ত থাকত। বসন্ত কেবিন, সঞ্জীবনী কেবিন, অনাদি কেবিন, কালী কেবিন, দিলখুশা কেবিন, মুক্তি কেবিন প্রভৃতি। আসলে পুরোনো দিনের এসব রেস্তোরাঁ'তে পর্দা ঘেরা বসার জায়গা থাকত। ভীড়ের মধ্যেও খানিকটা আড়াল-আবডালে নিরিবিলি প্রেম জমত এইসব কেবিনে। ফড়িয়াপুকুরের ফ্রেন্ডস কেবিনে ফিসফ্রাই বা মোগলাই পরোটা, কখনো বা ফ্রায়েড রাইস খেয়েছি হাতিবাগানে কেনাকাটা করতে বা সিনেমা দেখতে গিয়ে। মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই ছিল এখানকার খাবার।

এর পাশের গলির মুখেই রয়েছে মিষ্টি দইয়ের অন্যতম ঠিকানা, 'অমৃত'। ১৯৬৫ সালে পথচলা শুরু করে আজও বাঙালির মন জুগিয়ে চলেছে। এই গলির আরেকটু ভেতর দিকে গেলে পড়বে 'সেন মহাশয়' মিষ্টির দোকান। বহু পুরাতন এই দোকানের মিষ্টি ছাড়াও রাধাবল্লভী বেশ বিখ্যাত। ফড়িয়াপুকুর মোড়ের ডান দিকের গলির মুখে রয়েছে 'সঞ্জীবনী কেবিন'। আর গলির একটু ভেতরে গেলে 'প্রিয়া' হোটেল আর 'মনোলোভা' হোটেল, পাশাপাশি।

ভারতের ফাদার অব হোমিওপ্যাথিক রাজেন্দ্রলাল

বিশেষ প্রতিবেদক

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। জ্বরজারি থেকে প্রেশার সুগার - সঠিক হোমিওপ্যাথির দ্বারা সব রোগকেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কিন্তু, ভারত বর্ষে এই হোমিওপ্যাথির জনক কে? তিনি উনিশ শতকের বাংলার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি একাধারে ব্যবসায়ী, সমাজসংস্কারক ও চিকিৎসক। তিনি রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথিকৃৎ এবং বাংলায় এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

রাজেন্দ্র দত্তর জন্ম ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে, কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে (বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার), খ্যাতনামা অক্রুর দত্ত পরিবারে। এই পরিবারের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার সোনাটিকরি গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ অক্রুর দত্ত অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় এসে দাদনি ও ডিঙ্গি নির্মাণের ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। অক্রুরের পুত্র রামমোহন দত্ত ডিঙ্গি নির্মাণের ব্যবসা ছেড়ে জাহাজ ব্যবসায় প্রবেশ করেন। এমনকি, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যখন অন্য দেশীয় বণিকেরা ইংরেজ কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তখনও এই দত্ত পরিবার নিজেদের বাণিজ্যিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। এই বাণিজ্যিক দক্ষতা ও আত্ম নির্ভরতার ঐতিহ্যই উত্তরাধিকারসূত্রে রাজেন্দ্রচন্দ্র লাভ করেছিলেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্রের পিতা পার্বতীচরণ দত্তের অকালমৃত্যুর পর তিনি কাকা দুর্গাচরণ দত্তের তত্ত্বাবধানে মানুষ হন। দুর্গাচরণ প্রথমেই তাঁকে ডেভিড ড্রামন্ড পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমিতে ভর্তি করেন এবং পরে হিন্দু কলেজে পাঠান। হিন্দু কলেজে তিনি ডিরোজিওর প্রভাবাধীন 'ইয়ং বেঙ্গল' ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন; তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর মতো বিদ্বজ্জন। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী মনন তাঁর চরিত্রে গভীর ছাপ ফেলে। এরপর তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন;কোনো পেশাগত খ্যাতির জন্য নয়, বরং দরিদ্র মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে তিনি পারিবারিক বাণিজ্যের দায়িত্বও সামলান। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এজেন্সি হাউসগুলির পতনের পর কলকাতার বণিক পরিবার ব্যবসা ছেড়ে দিলেও দত্ত পরিবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। রাজেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর কাকা কালীদাস দত্ত আমেরিকান শিপিং সংস্থাগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের প্রধান বাণিজ্যিক সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'দত্তস, লিনজি অ্যান্ড কোম্পানি' নামে একটি যৌথ শিপিং সংস্থা গড়ে ওঠে, পাশাপাশি 'গঙ্গা পাইলট কোম্পানি', 'হুগলি টাগ কোম্পানি' প্রভৃতিতে তাঁরা বিনিয়োগ করতেন। এই বাণিজ্যিক সাফল্য রাজেন্দ্রচন্দ্রকে দিয়েছিল আর্থিক স্বাধীনতা দেয়, যা তিনি পরবর্তীকালে সমাজকল্যাণে ব্যয় করেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে রাজেন্দ্রচন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হাত ধরেই। ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি নিজ বাড়িতে একটি দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেনসারি স্থাপন করেন। কিন্তু চিকিৎসার ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতির অনুসন্ধানে তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে এই চিকিৎসাতেই নিজেকে নিবেদিত করেন। ১৮৬০-এর দশকের শুরুতেই তিনি কলকাতায় একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জটিল রোগ নিরাময়ে তাঁর সাফল্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের রূপান্তর। রাজেন্দ্রচন্দ্র কয়েকটি কঠিন রোগের নিরাময়ে হোমিওপ্যাথির প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করলে মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথি ত্যাগ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতে এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই কারণেই রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে যথার্থ অর্থে 'ভারতে হোমিওপ্যাথির জনক' বলা হয়। ১৮৬৪ সালে নিজের বাড়িতেই গড়ে তোলেন হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। তিনি দেশের প্রথম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায়ও যুক্ত ছিলেন এবং ফরাসি চিকিৎসক ডা. বেরিনির সঙ্গে মিলিত হয়ে চিকিৎসা সেবার পরিসর বিস্তৃত করেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্রের জীবন কেবল চিকিৎসা বা বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, গ্রন্থপ্রেমী। ১৮৭৯ সালে কলকাতার অক্রুর দত্ত লেনে তাঁর বাড়িতে 'সাবিত্রী' নামে একটি মুক্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থাগার দ্রুতই সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীর পদচারণায় দত্তদের আঙিনা মুখরিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন দিবস পালনের ঐতিহাসিক আহ্বানও এই প্রাঙ্গণ থেকেই করেছিলেন।

নারীকল্যাণ ও সামাজিক সংস্কার ছিল রাজেন্দ্রচন্দ্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, নারীশিক্ষা;এই সমস্ত আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৩ সালে কলকাতায় প্রথম সেলাই মেশিন আমদানির উদ্যোগ তাঁরই, যা নারীদের গৃহভিত্তিক আত্মনির্ভরতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। একই সঙ্গে তিনি দেশীয় শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনে আগ্রহী ছিলেন; মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন স্থাপনে তিনি মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সহযোগী ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, সম্পদ ও শিক্ষার যে সমস্ত সুবিধা রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের ছিল, তিনি তার সবটাই মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন। মানুষের দুঃখ লাঘব করতেন।

পাঠকদের দরবার

বিজয় দিবসের দিন

রাশেদূর রহমান, ঢাকা

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি পায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযুদ্ধে বহুপ্রত্যাশিত বিজয়। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের আপামর জনতা পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম দেয় বাংলাদেশ নামে নতুন এক রাষ্ট্রের। হাজার হাজার মানুষের 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে ঢাকায় আবেগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে অস্ত্র ও সেনা সমর্পণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। মুক্তি বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। বাংলাদেশ বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর পক্ষে আরও ছিলেন এস ফোর্সের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার, কাদের সিদ্দিকীসহ অনেকে।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি (ডানে)। তাঁর পাশে বসা মিত্রবাহিনীর লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। অরোরার ঠিক পেছনে নৌবাহিনীর সাদা ইউনিফর্ম পরা ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণানঞ্চ

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি (ডানে)। তাঁর পাশে বসা মিত্রবাহিনীর লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। অরোরার ঠিক পেছনে নৌবাহিনীর সাদা ইউনিফর্ম পরা ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণান।

এর আগে নিয়াজির নির্দেশে পাকিস্তানি বাহিনী ভোর পাঁচটা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু করে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ভারতীয় বাহিনীর ডিভিশনাল অধিনায়ক মেজর জেনারেল গন্দর্ভ সিং নাগরাকে নিয়ে একটি সামরিক জিপ ঢাকার মিরপুর সেতুর কাছে এসে থামে। নিয়াজির জন্য নাগরার বার্তা নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টারের দিকে সাদা পতাকা উড়িয়ে একটি জিপে রওনা দেন ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর দুজন সেনা কর্মকর্তা। বার্তাটিতে লেখা ছিল, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর ব্রিজে। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।' এর আগেই নিয়াজি যুদ্ধবিরতি ও অস্ত্র সংবরণের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতকে জানানোর জন্য ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল অফিসে নিয়োজিত সামরিক অ্যাটাশেকে অনুরোধ করেন। দিল্লির যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারকে তা জানানো হয়। বেলা ১১টার দিকে যৌথ বাহিনীর দুই প্রতিনিধি নিয়াজির হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে আসেন। নিয়াজির প্রতিনিধি হিসেবে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে আসেন মেজর জেনারেল জামশেদ। দুপুর ১২টার দিকে তাঁর সঙ্গে নাগরা নিয়াজির অফিসে পৌঁছান। এরপর শুরু হয় আত্মসমর্পণের শর্তাবলি নিয়ে কথাবার্তা। বেলা. আসেন ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব।

বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা যুক্ত নতুন রিটায়ারিং রুম এবং আধুনিক ডরমিটরি সহ গুয়াহাটি রেল স্টেশনের মেজর আপগ্রেড

মালিগাঁও, ১৮ ডিসেম্বর ঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও স্টেশনের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি বড় সুবিধাগুলি আপগ্রেড করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব

পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরি এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আপগ্রেড করা সুযোগ-সুবিধাগুলি চালু করা হয়, যা যাত্রী-কেন্দ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। স্টেশন ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত রিটায়ারিং রুম কমপ্লেক্সটি এখন রেলওয়ে যাত্রীদের থাকার অভিজ্ঞতা অনেক উন্নতমানের করে দিচ্ছে। এই আবাসনে ৯টি রিটায়ারিং রুম রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৭টি টু-বেডেড এবং ২টি ফাইভ-বেডেড রুম, সাথে একটি ১২ শয্যার ডরমিটরি রয়েছে। আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, সমস্ত রুম সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইউনিটে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সেগুলিতে আরও আরামদায়ক বিছানা ও উন্নত অভ্যন্তরীণ সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রেল যাত্রীরা তাদের যাত্রার সময় একটি আধুনিক, পরিষ্কার এবং সুবিধাজনক পরিবেশে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এই পদক্ষেপটি রেলওয়ের জন্য নন-ফেয়ার রাজস্ব অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি। নতুন এই ব্যবস্থার অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী পাঁচ বছরের চুক্তির মেয়াদে ১.৯৫ কোটি টাকা আয় করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, এইক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা বা মেরামতের জন্য রেলওয়েকে কোনও ব্যয় বহন করতে হবে না। এটি পূর্ববর্তী ইন-হাউস ম্যানেজমেন্ট মডেলের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, যেখানে বার-বার পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নেট আয় কম হচ্ছিল। এই উন্নত সুযোগ- সুবিধাগুলি ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর আধুনিকীকরণ লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, রেলওয়ের সম্পদসমূহের সঠিক ব্যবহার এবং স্থায়ী রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত যাত্রী পরিষেবা প্রদানে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক মনোযোগকে প্রতিফলিত করে। এই উন্নয়নগুলি দক্ষতার সাথে অর্জন করার জন্য, রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরির পরিষেবাগুলি আউটসোর্স করা হয়েছে এবং একটি ওপেন টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেরামত, আধুনিকীকরণ, ম্যানেজমেন্ট ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। চুক্তিটি পাঁচ বছরের জন্য প্রদান করা হয়েছে। সমস্ত মেরামতের কাজ রেলওয়েকে কোনো খরচ ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব পরিষেবা প্রদানকারীর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

সুন্দরবনের লোকালয়ে দানব কুমিরকে ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বাঘের পর এবার সু ঃ দরবনের লোকালয়ে হানা দিলো 'দানব' কুমির। আর জোড়া আতঙ্কে তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাথরপ্রতিমার কে-প্লটের হাজার বিঘের মানুষজন। বাঘের পর এবার কুমির আতঙ্ক। নদীর চড়ে কুমির দর্শন সুন্দরবনের পর্যটকদের জন্য মনোরম দৃশ্য হলেও গ্রামবাসীদের জন্য তা বেজায় আতঙ্কের। পাথরপ্রতিমার কে-প্লটের হাজার বিঘেতে বাঘের পর এবার কুমির আতঙ্ক।যার ফলে সতর্ক গ্রামবাসীরা। এর আগে বাঘ আসায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। নতুন করে কুমির আসায় আরও সাবধান হলেন গ্রামবাসীরা। শীতকালে কুমির এমনিতেই বাইরে বেরিয়ে আসে। রোদ পোহাতে তারা বাইরে বের হয়। কিন্তু এবার এই এলাকায় কিছুদিন আগেই হাজার বিঘেতে বাঘ এসেছিল। ফলে নতুন করে কুমির আসায় কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সকলেই। বৃহস্পতিবার সকালে কুমির দেখতে পাওয়ার পর স্থানীয়রা ভিড় জমিয়েছেন সকলেই। অনেকেই সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেছেন। সকলের মতো কুমির দেখে সঞ্জীব দলপতি, মৃন্ময় সামন্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন। আর বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত গ্রামের মানুষ। যদিও সুন্দরবনে আগত পর্যটকদের জন্য এই খবরটি খুশির খবর হতে পারে। কারণ কুমির যদি এভাবে লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় আসতে থাকে। তাহলে বোট থেকেও এই দৃশ্য দেখা যাবে। যদি ও গ্রামবাসীদের মন থেকে বাঘের আতঙ্ক এখনও যায়নি। তারা নতুন করে কুমির দেখায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। বন দপ্তর সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে দাবি তাদের। তবে এই ব্যাপারে বন দফতর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি।

Public Notice : Loss of ID card :
This is to bring to the notice of the general public that one ID Card of **Mr. Prakash Ghosh, S/o. Lt. Kashinath Ghosh,** issued by **ICICI Bank Ltd.** having ID card no. 2512300 has been found missing and/or lost on 22/07/2025. Anyone, who finds the said ID card, is requested to return the said ID card to the Manager Debt Services & Management Group, **ICICI Bank Limited, At Regional Processing Centre, Technopolis Building, 4th floor, BP – 4, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091 (WB).** Therefore, all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said ID card no 2512300. Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound and/or responsible for any payment.
Date:- Sd/-
Place: For ICICI Bank Limited

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৫০ তারিখঃ ১৬.১২.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৫০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.১২.২০২৫ বেলা ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ. নং.; লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ **১;** এএ/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম) ও তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান প্রবেশপথের নিকট সার্কুলেটিং এরিয়াতে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপিত ১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রীন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব প্রদান। **২;** এএ/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ওএইচ-১৫৩-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম) ও তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে সার্কুলেটিং এরিয়াতে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপিত ১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রীন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব প্রদান। **৩;** এএ/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম) ও তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য নবদ্বীপধাম রেলওয়ে স্টেশনের অস্থায়ী বুকিং অফিসের নিকট সার্কুলেটিং এরিয়াতে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপিত ১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রীন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনের স্বত্ব প্রদান। **৪;** এএ/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১০-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম) ও তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকট রেলওয়ে কলোনিতে বাণিজ্যিক প্রচার সংক্রান্ত প্রদর্শনের স্বত্ব প্রদান। **৫;** এবি/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১৫০-২৫-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসেস (নন-ডিজিটাল)] ও তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য হাওড়া স্টেশনের (ওল্ড কমপ্লেক্স) অভ্যন্তরে কনফোর্স এরিয়াতে পিলারের উপর ৪-পার্শ্ববিশিষ্ট কিয়স্কের (ব্যাকলিট) মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের স্বত্ব প্রদান।
(HWH-465/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জীবিত ব্যক্তি খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত! শোরগোল বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর ঃ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও জীবিত। অথচ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নাম উঠে এসেছে 'মৃত' ভোটারদের তালিকায়! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান-দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার বর্ধমান শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেহেদিবাগান এলাকায়। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ত্রুটি সামনে আসছে। এবার সেই তালিকায় 'মৃত' হিসেবে বাদ পড়েছেন মেহেদিবাগানের বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সি মায়া দুলুই। নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী, ২৭১ নং দক্ষিণ বিধানসভার, অংশ নং ৩৩, ক্রমিক নং ২০১-এ তার নাম 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০২ সাল থেকে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসা মায়া দুলুই জীবিত অবস্থায় নিজেকে সরকারি নথিতে 'মৃত' হিসেবে দেখতে পেয়ে

আতঙ্কিত হয়ে প।ছেন। তার প্রশ্ন-তাহলে কি আর ভোটাধিকার ফিরে পাবেন না? এই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তার। পরিবারের দাবি, নিয়ম মেনেই তিনি বিএলও-র কাছে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কীভাবে একজন জীবিত ব্যক্তিকে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। মায়া দুলুই বলেন, স্বামী গনেশ দুলুই ও আমি বহু বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করছি। এখানেই নিয়মিত ভোট দিই। আমি জীবিত থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কেন আমাকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পারছি না। সরকারের কাছে আবেদন, দ্রুত এই ভুল সংশোধন করা হোক। এ বিষয়ে এলাকার বিএলও দেবানন্দ চৌরাশিয়ার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মায়া দুলুই জীবিত রয়েছেন। খসড়া ভোটার তালিকায় ভুলবশত তার নাম 'মৃত' হিসেবে চলে এসেছে। বিষয়টি সংশোধনের জন্য তাঁকে নতুন করে ফর্ম-৬ পূরণ করানো হচ্ছে। এই ঘটনায় জীবিত অবস্থায় সরকারি খাতায় 'মৃত' হয়ে যাওয়াকে ঘিরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের ঠাট্টা-তামাশার মুখেও পড়তে হয়েছে মায়া দুলুইকে। তবে বিএলও-র আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে তার মনে। এখন একটাই আশা- ভুল সংশোধনের পর আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জীবিত অবস্থাতেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার রাজ্যের ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ওড়িশার পর এবার উত্তরপ্রদেশে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার হলেন মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক । মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের সময় মত হস্তক্ষেপে বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ২ জেলার সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আটক করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কঠোর অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিক চিহ্নিত করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে ওই রাজ্যে। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা -শক্তিপুর -বহরমপুর -নওদা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর যুবক নির্মাণ বা অন্যান্য শিল্পে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় যান। সাম্প্রতিক সময়ে ভাষা ও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তাঁদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এবছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকার ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বেআইনিভাবে উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার নগর থানায় তিন দিন ধরে আটক করার অভিযোগ উঠেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের হাতে আটক থাকা ব্যক্তিরা প্রত্যেকে পেশায় ফেরিওয়ালা বা রাস্তার পাশে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার হস্তক্ষেপে ওই পরিযায়ী শ্রমিকেরা মুক্তি পান। সেই ঘটনার রেশ মেলানোর আগেই ফের একবার মুর্শিদাবাদ জেলার ১২ জন এবং নদীয়া জেলার এক পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে বেআইনিভাবে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মুক্তি দিয়েছে বলে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, আটক হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় থাকছিলেন। বাংলাদেশি সন্দেহে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের আজ উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার চোলাপুর থানার আধিকারিকারা আটক করেছিলেন। তিনি জানান, ধৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের তরফ থেকে এই ঘটনা জানতে পারার পর আমরা তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সেই তথ্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশের

সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। এর পরই ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা মুক্তি পেয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , গত কয়েক মাস আগে বেলডাঙা থানার বিভিন্ন গ্রামের ১০ জন, নদীয়া জেলার একজন, নওদা থানার একজন এবং রেজিনগর থানার এক ব্যক্তির পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ জন্য উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভারতীয় হওয়ার যাবতীয় নথি যেমন- আধার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড দেখিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আধিকারিকেরা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখানো নথিকে মান্যতা দেননি। তাঁদের দাবি ছিল, বাংলা ভাষাভাষী ওই পরিযায়ী শ্রমিকেদের সমস্ত নথি জাল এবং তারা আদতে বাংলাদেশের নাগরিক। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিক জানিয়েছেন, আমরা বহুবার নিজেদের ভারতীয় হিসেবে দাবী করলেও আমাদের ধর্মীয় পরিচয় এবং ভাষার কারণে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আমাদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দেয়। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার আধিকারিকেরা সময় মতো হস্তক্ষেপ করায় আমরা দ্রুত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আতঙ্কিত পরিযায়ী শ্রমিকেরা জানিয়েছেন, এর আগেও তাঁরা বহুবার উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে গিয়েছেন কিন্তু এরকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাঁরা আগে হননি। একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরার ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পরই তাঁরা যে যার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবেন।

প্রসবের সাত মাস পর মৃত্যু প্রসূতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সন্তান জন্মের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই ভয়াবহ পরিণতি। প্রসবের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের মারাত্মক গাফিলতিতেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। মৃতার পেটে অস্ত্রোপচারের পর একটি গজ রেখেই সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। ঘটনাকে ঘিরে হুগলির আরামবাগ এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম রমা পাকিড়া। তিনি হুগলির খানাকুলের বাসিন্দা। সাত মাস আগে প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি হন আরামবাগ হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। সুস্থ সন্তানের জন্ম দেন তিনি। পরে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তারপর থেকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে রমার। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠায় পরিবার রমাকে কলকাতার একাধিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও সঠিক রোগ নির্ণয় হয়নি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান-প্রসবের সময় অস্ত্রোপচারের পর রমার পেটের ভিতরে একটি আস্ত গজ কাপড় রেখেই সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেই গজ পেটের ভিতরেই থেকে যাওয়ার কারণেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এই তথ্য সামনে আসার পর দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রমাকে অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর অবস্থা এতটাই সংকটজনক হয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। মৃতার স্বামী পীযুষ পাকিড়া কান্নাভেজা গলায় বলেন, স্ত্রীর পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হতেই কলকাতা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে. জানতে পারি পেটে গজ কাপড় ভরে রাখা আছে। অপারেশনের জন্য ভর্তিও করা হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। আরামবাগ হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি। চিকিৎসকের কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়েছে পরিবার।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C) / BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT NO. KMC/EEC/VII/57/62/25-26/R
Name of the Work: **Laying of kerb and channel at opposite of 6/2, Mathur Babu Lane and its surrounding in W/57;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,70,865.68;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion: **30 Days;**

2) NIT NO. KMC/EEC/VII/63/28/25-26/D
Name of the Work: **Restoration of footpath and road disturbed due to CESC cable laying at Camac Street, Middleton Street and JL Nehru Road in W/63;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 4,43,284.85;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;** Period of completion: **45 Days;**

3) NIT NO. KMC/EEC/VII/63/31/25-26/D
Name of the Work: **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by CESC ltd. at a portion of Ripon Street, Upper Wood Street, Shakespeare Sarani, J L Neheru Road and its surroundings area in W/63;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 1,99,667.70;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

4) NIT NO. KMC/EEC/VII/57/63/25-26/R
Name of the work: **Repairing of passage at 53 D C Dey and its surrounding in W/57;** Estimated cost (including GST and CESS): **Rs. 2,78,428.37;** Earnest Money: **Rs. 5,600.00;** Period of completion: **60 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **12.01.2026 up to 10.30 AM** (for Sl. No. 1 to 4); Tender will be opened on : **14.01.2026 at 10.30 AM** (for Sl. No. 1 to 4); The Bid forms and other details are available on and from : **16.12.2025 at 6.55 hrs.** (for Sl. No. 1 to 4); The Website : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (Civil), Borough IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT NO: KMC/IX/076/084/2025-2026
Name of the Work: **Development of passage to reduce road dust at 28/5, Ramkalamal Street and 14/2A,14/2B, Micheal Madhusudhan Dutta Sarani in ward no-76;** Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,17,592.00;** Earnest Money: **Rs. 2,400.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last date and time of submission of bid: **12/01/2026 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **14.01.2026 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from : **23.12.2025 - 5 PM;** The Website : **https://etender.wb.nic.in**

2) NIT NO-KMC/IX/078/110/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Renovation of latrine at 6/H/7,6/H/6,6/H/5, 5/2/H37,5/2/H/41,5/2/H/49, Bhukailash Road in ward no.- 078 (APAS/01/158/183/0002);** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,98,102.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion **: 60 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **27.12.2025 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **29.12.2025 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 - 5 P.M;**

3) NIT NO: KMC/IX/079/133/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Development of passages and bitumionous surface to reduce road dust at Bhukailash Zone near open ground and surrounding areas in ward no 79. Under BR-IX;** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,01,376.00;** Earnest Money: **Rs. 4,100.00;** Period of Completion: **22 Days**

4) NIT NO: KMC/IX/080/107/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Renovation of I.P.S and concrete passages at Singerhatty Uttaran in ward no-80 (APAS/01/158/90/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,47,659.00;** Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

5) NIT NO: KMC/IX/080/104/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of drainage system at Singerhatty Uttaran in ward no - 80 (APAS/01/158/90/0001);** Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,49,166.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **30 Days**

6) NIT NO: KMC/IX/080/106/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Renovation of toilets at singerhatty Uttaran in ward no -80 (APAS/01/158/90/0003);** Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,397.00;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last date and time of submission of bid: **29.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 3 to 6); Tender will be opened on : **31.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 3 to 6); The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 - 5 PM** (for Sl. No. 3 to 6); from the website **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 2 to 6).

CORRIGENDUM
(1) NIT NO. KMC/EE-III/APAS/13/52/3/25-26, **(2) NIT NO. KMC/EE-III/33/APAS-16/25-26 (1st call), (3) NIT NO. KMC/EE-III/34/APAS-17/25-26 (1st call),** Published in this Newspaper on 22.11.2025 **(Key No. 1465/25-26)** of **Engineering (Civil) Borough-III Department** (Sl. No. 2, 6 and 7), Last Date and time of submission of tender shall be **12.01.2026 at 12 Noon** instead of 16.12.2025 at 12 Noon (for Sl. No. - 1); **12.01.2026 up to 11 AM** (for Sl. No. 2 & 3) instead of 17.12.2025 upto 9 AM (for Sl. No. 2), 17.12.2025 upto 10 AM (for Sl. No. 3). The date and time of opening of tender shall be **14.01.2026 at 12 Noon** instead of 18.12.2025 at 12 Noon (for Sl. No. 1), **14.01.2026 after 11 am** (for Sl. No. 2 & 3) instead of 19.12.2025 upto 9 AM (for Sl. No. 2), 19.12.2025 upto 10AM (for Sl. No. 3).
1748/25-26

সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীর চরে ভাসমান জেটির আবেদন বিধায়কের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নতুন ভাসমান জেটির আবেদন সুন্দরবনে। ভাটায় কাদা পেরিয়ে উঠতে হয় নৌকায়, পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে নতুন ভাসমান জেটি তৈরির প্রস্তাব বাসন্তীর বিধায়কের। ভাটা পড়লে জেটিঘাট থেকে প্রায় গোড়ালি সমান কাদায় নেমে নৌকায় উঠতে হয় নিত্যযাত্রীদের। বছরের পর বছর এই পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধারানিপুর জেটি ঘাটের। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটির হালও বেশ খারাপ। ভাটার সময় কাদা পেরিয়ে উঠতে হয় নৌকায়। বছরের পর বছর এই পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের রাধারানিপুর জেটি ঘাটের। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটির হালও এখন বেশ খারাপ। তাই সমস্যার সমাধানে ওখানে বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটি ভাসমান জেটি তৈরি করা প্রয়োজন। সম্প্রতি এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বাসন্তীর বিধাযক্ শ্যামল মণ্ডল। দেখার পর পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তিনি।এইব্যাপারে বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, এখানে নতুন ভাসমান জেটি তৈরি করা খুবই দরকার। মন্ত্রীকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি, খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে। এই রাধারানিপুর জেটিঘাট থেকে গোসাবার আমলামেথি, বালি ১, ২ পঞ্চায়েত সহ বিস্তীর্ণ দ্বীপঞ্চলে যাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ এই ঘাট ব্যবহার করেন। জোয়ারের সময় কাদায় না নামতে হলেও ভাটার সময় বিরাট দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের। তাঁদের দাবি, দ্রুত এখানে উন্নতমানের জেটিঘাট তৈরি করতে হবে। তবে ভাসমান জেটি টি কবে চালু হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ।

নিকাশী বিপর্যয়ে কাঁকসা শিল্পতালুক, জলমগ্ন জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেন-যৌথ পরিদর্শনে এডিডিএ ও এনএইচএআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৮ ডিসেম্বর ঃ পরিকল্পনার ঘাটতি ও অপরিকল্পিত নগরায়নের জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে কাঁকসা-বামুনাড়া শিল্পতালুকের নিকাশী ব্যবস্থা। শিল্পতালুকের জল উপচে পড়ে জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেনে জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ও যানচালকেরা। শীতকালেও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বাঁশকোপা ও রাজবাঁধ সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যৌথ পরিদর্শনে নামেন আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ) ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, প্রায় সাত বছর আগে বারোয়াড্ডা থেকে পানাগড় ধরলা মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ছয় লেনে সম্প্রসারণ করা হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে উড়ালপুল, আন্ডারপাস ও সার্ভিস লেন নির্মাণের পাশাপাশি জল নিকাশীর জন্য ড্রেন ও কালভার্ট তৈরি হলেও, বাস্তবে তার সুফল মিলছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা ও চালকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ড্রেন সংস্কার না হওয়ায় নিকাশী ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। ফলে ড্রেনের জল উপচে পড়ে সার্ভিস লেন খানাখন্দে ভরে উঠছে, বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। জানা গেছে, কাঁকসা ও বামুনাড়া শিল্পতালুকের পাশাপাশি আশপাশের গোপালপুর ও বাঁদরা গ্রামের জল জাতীয় সড়কের ড্রেনে এসে মিশছে। অথচ নিকাশীর জন্য তৈরি কালভার্টগুলির মুখ ভরাট করে অবাধে নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি জল বেরোনোর প্রাকৃতিক জলাশয়ও ভরাট হয়ে গেছে। এর জেরেই বাঁশকোপা টোলপ্লাজা সংলগ্ন সার্ভিস লেন কার্যত 'মরণফাঁদে' পরিণত হয়েছে। এডিডিএ চেয়ারম্যান কবি দত্ত বলেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ড্রেন তৈরি করেছে। তবে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণে পার্শ্ববর্তী দোকান ও শিল্পকারখানারও দায়িত্ব রয়েছে। সমস্যা রয়েছে, সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। দুর্গাপুর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ সম্পাদক রতন আগরওয়াল শিল্পকারখানার ওপর দোষারোপকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে বলেন, শিল্পতালুকের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। বর্ষায় একাধিক কারখানা জলমগ্ন হয়ে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে। স্থায়ী নিকাশী সমাধান প্রয়োজন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দুর্গাপুর আঞ্চলিক শাখার আধিকারিক প্রমোদ কুমার মাহাতো জানান, সড়কের ড্রেনে শিল্পতালুকের জল সারা বছর মিশছে। অবৈধ দখল ও আবর্জনায় ড্রেন ভরে যাওয়ায় জল বেরোচ্ছে না। বিষয়টি জেলা প্রশাসন ও এডিডিএকে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে-শিল্পতালুকের নিকাশী আউটলেট কবে বাস্তব রূপ পাবে? নাকি জলমগ্ন সার্ভিস লেনেই চলতে থাকবে সাধারণ মানুষের নিত্যযাত্রা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৬.১২.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬৩-২৫-২৬। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/শিয়ালদহ-এর অধীনে ওল্ড সিক লাইনের মানোন্নয়নের জন্য প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৯১,২৩,৭৬১.৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৮২,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬৪-২৫-২৬। কাজের নামঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাং হাট-এর নবনির্মাণের জন্য ব্যবস্থার অবশিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫৮,৫৬,১৬৭.০৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,১৭,১০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ (আট) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০১.২০২৬ বেলা ৩টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৯.০১.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।
(SDAH-308/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

গ্রিন লাইনের এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে অগ্নি নিরাপত্তা সেমিনার আয়োজিত

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা এবং যত্ন গ্রহণ করে। টানেল বা ভায়াডাক্টের ভিতরে যেকোনো অগ্নি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য কলকাতা মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গত ১৭.১২.২০২৫ তারিখে গ্রিন লাইনের এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার শ্রী সত্যকি নাথ এবং অন্যান্য

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য একটি অগ্নি নিরাপত্তা সেমিনার আয়োজিত হয়। এই সেমিনারে, মেট্রো কর্মীরা বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁযার পরিস্থিতি অনুকরণ করে কীভাবে আগুন নেভাতে হয় সেই বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পান। সমস্ত মেট্রো করিডোরের কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে আগুন মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই এই সেমিনারটি আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের কার্যকারিতা প্রদর্শনের পাশাপাশি, স্টেশনের কর্মীরা, যারা প্রথম সাড়া দেবেন, তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আশা করা যায়, এই অনুশীলনটি কর্মীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতিকে উন্নত করবে।

হাতুড়ি দিয়ে স্ত্রীকে খুন, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৮ ডিসেম্বর ঃ পরকীয়ার সন্দেহবশত স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার তপন গ্রামে। নিহতের নাম জুলি বিবি। জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় স্ত্রী জুলি বিবি প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিল। সেই সময় তার পিছন পিছন যায় তার স্বামী মুজিবর শেখ। সেখানেই স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জুলি বিবি। প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। আক্তারুল জামাল বলেন, ধৃত স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন। মৃত জুলির মেয়ের সিজার বাচ্চা হয়েছিল। বুধবার সন্ধ্যায় মেয়ের জন্য পাশের বাড়ি থেকে কাপড় আনতে গিয়েছিল জুলি। সে সময় স্বামী পিছন পিছন গিয়ে তাঁর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। খবর পেয়ে পুলিশ স্বামীকে গ্রেফতার করে।

টাকা আত্মসাৎ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে শালিমার জিআরপি'র হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ। জিআরপি সূত্রের খবর, এই প্রতারণার ঘটনায় ধৃত বিনোদ সাউ উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দলের বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে ২টি মোবাইল, ২টি সিমকার্ড, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের স্ট্যাম্প সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে। এমনকি ধৃতের গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার রাতে শালিমার জিআরপি ডোমজুড় থানার পুলিশের সহায়তায় অঙ্কুরহাটি এলাকা থেকে বিনোদকে গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে কয়েকদিন আগে শালিমার জিআরপি'তে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তারই ভিত্তিতে তদন্তে নামে জিআরপি। এরপর বুধবার রাতে অঙ্কুরহাটি এলাকা থেকে বিনোদকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার বিনোদকে শালিমার জিআরপির তরফ থেকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। আদালতে ধৃতের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ধৃত বিনোদ ফ্লাই-অ্যাশের ব্যবসা করেন। এছাড়াও রেলের স্ক্র্যাবেরও ব্যবসা আছে বলে জানা গেছে।

অফবিট

কেন প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রম টানে বিরাট কোহলির মতো তারকাদের?

জি. দাস

গতি, সাফল্য আর দৃশ্যমান উপস্থিতির দুনিয়ায় আমরা অভ্যস্ত। থামা, নীরব থাকা বা নিজের ভেতরের দিকে তাকানো-এগুলো আজকের সময়ের সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠিক এই জায়গাতেই আলাদা হয়ে দাঁড়ায় বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রম। যেখানে শুধু সাধারণ ভক্তরাই নন, বিরাট কোহলি, শিল্পা শেট্টি, রাজ কুন্দ্রা, হেমা মালিনি, আশুতোষ রানা, মিখা সিংয়ের মতো লোকও পৌঁছে যান। প্রশ্ন একটাই-সবাই সেখানে যাচ্ছেন কেন?

আড়ম্বর নয়, সংযমই মূল দর্শন

প্রেমানন্দ মহারাজের শিক্ষার কেন্দ্রে নেই কোনও অলৌকিক প্রতিশ্রুতি বা রাতারাতি বদলে যাওয়ার দাবি। তাঁর কথায় বারবার ফিরে আসে ভক্তি, আত্মসংযম, বিনয় এবং সেবা। নিজের অন্তরের শুদ্ধতা নিয়ে কাজ করাই তাঁর দর্শনের মূল কথা। এখানে কাউকে কিছু প্রমাণ করতে হয় না। কাউকে দেখানোর জন্য ধার্মিক সাজতেও হয় না। এই নির্ভার সততাই বহু মানুষের কাছে গভীরভাবে আশ্রয়দায়ী হয়ে ওঠে।

আশ্রমের ছন্দঃ ধীরে চলার অনুশীলন

প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে দিনের শুরু খুব ভোরে। প্রার্থনা, কীর্তন, তারপর সতসঙ্গ-সবকিছুই নির্দিষ্ট ছন্দে। আশ্রমে প্রবেশ মানেই নিয়ম মানা-নীরবতা, সংযত পোশাক, অহং বর্জন। এখানে দর্শন বা সত্যসং কোনও প্রদর্শনী নয়। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট নিয়মে সবকিছু হয়। উৎসব বা বিশেষ তিথিতে সময়সূচি বদলাতে পারে, কিন্তু মূল সুর একই থাকে-শৃঙ্খলা।

বৃন্দাবনঃ জায়গাটাই বার্তা

বৃন্দাবন শুধুই একটা জায়গা নয়, অনেকের কাছে এটা কৃষ্ণলীলা-ভূমি। এই মাটির মধ্যেই এক ধরনের গতি আছে-যা মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্মুখী করে তোলে। দিনের শুরু ও শেষের নিজস্ব ছন্দ রয়েছে এখানে। এই পরিবেশের সঙ্গে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমের সামঞ্জস্য চোখে পড়ে সহজেই। আশ্রমের সাজসজ্জা প্রায় নেই বললেই চলে-পরিষ্কার, সাদামাটা, নজর না কাড়ার মতো। যেন পরিবেশটাই বলে দেয়-দেখার নয়, ভাবার জায়গা।

কেন টানে বিরাট কোহলিদের মতো মানুষকে?

কোনও তারকা আশ্রমে গেলে কৌতূহল তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজের ক্ষেত্রে বিষয়টা প্রচারের নয়, বরং সাযুজ্যের। বিরাট কোহলি বহুবার শৃঙ্খলা, মানসিক ভারসাম্য আর আত্মসংযমের কথা বলেছেন। এই মূল্যবোধগুলোই প্রেমানন্দের দর্শনের মূল স্তম্ভ। এই আশ্রম এমন কিছু দেয়, যা অনেক সাফল্যবান মানুষ গোপনে খোঁজেন-বিচারহীন স্থিরতা, চাপহীন কাঠামো আর শব্দহীন বিশ্বাস। অনেকেই ঘুরে এসে বলেন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, এখানে কাউকে অনুসারী বানানোর তাড়া নেই। কোনও পরিচয়ের পরোয়া করার ব্যাপার নেই। মানুষ আসে, বসে, শোনে, আবার ফিরে যায়-ভেতরে কোথাও কিছু বদলায় না। যেখানে চারপাশে উত্তর চেঁচিয়ে বলা হয়, সেখানে এই আশ্রম প্রশ্ন করার সাহস দেয় চুপচাপ। প্রেমানন্দ মহারাজের বৃন্দাবনের আশ্রম তাই কোনও সেলিব্রিটি ডেস্টিনেশন নয়। এটি এমন এক জায়গা, যেখানে গতি কমে, অহং হালকা হয়, আর মানুষ নিজেকে একটু পরিষ্কার করে দেখে। হয়তো সেই কারণেই, এই নীরব জায়গাটাই আজ এত মানুষের- এ জায়গা বিরাট কোহলিদেরও টানে।

ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত স্কুল 'ছুটি'! সুপ্রিম কোর্টে দায়ের মামলা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ বাইরে তীব্র দূষণ, এই সময় স্কুল যাওয়া কি সম্ভব? বিশেষ করে ে ছাটদের ক্ষেত্রে। সম্প্রতি এই মর্মেই একটি পদক্ষেপ করে দিল্লি সরকার। ১৫ ডিসেম্বর থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস স্থগিত করে দেওয়া হয়। বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও স্কুল চাইলে অনলাইনে ক্লাস নিতে পারে, কিন্তু দূষণকে মাথায় রেখে আপাতত ক্লাসে ছোটদের শারীরিক উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। এরপর দিল্লি সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের শীর্ষ আদালতে দায়ের হয় একের পর এক মামলা। বুধবার সেই মর্মেই শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চে। এদিন মামলাকারীদের হয়ে উপস্থিত আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর যুক্তি, ক্লাস স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত সরকারি স্কুলে পাঠরত গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের উপর প্রভাব ফেলবে। এদের অনেকেই স্কুলের মিড-ডে মিলের উপর নির্ভর করে থাকেন। আচমকাই এমন স্কুলের ক্লাস স্থগিত করে দিলে, এদের এক বেলার খাওয়াটাও প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। প্রতিটি যুক্তি শোনার পর প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিশেষজ্ঞরা এই তীব্র দূষণ থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটির উপর হঠাৎ করেই কোনও নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট চাপিয়ে দিতে পারে না। সামনেই শীতের ছুটি, তাই তার আগে মাত্র কয়েকদিনই বাড়তি ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে। এই সময় এজলাসে উপস্থিত সিদ্ধার্থ লুথ্রা নামে আরও এক আইনজীবী বলেন, ''যাদের সামর্থ্য রয়েছে, এই ছুটি যেন তাঁদের জন্য। কারণ, যাদের কোনও ডিজিটাল ডিভাইস কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁদের সন্তানরা কীভাবে অনলাইনে ক্লাস করবেন?'' এজলাসে সরকার পক্ষের হয়ে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি বলেন, ''শিশুদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সকালে যখন স্কুলে যাওয়ার ভিড় থাকে, সেই যানজটও অতিরিক্ত হয়ে যায়। যার জেরে দূষণ আরও বাড়তে থাকে। এছাড়াও তাঁদের স্বাস্থ্যের দিকটাও ভাবা প্রয়োজন। তাই এই স্থগিতাদেশ যুক্তিযুক্ত।'' যদিও এর উত্তরে মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী বলেন, ''গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা গাড়িতে নয়, হেঁটে স্কুল যাতায়াত করেন।'' যদিও দিনশেষে এই মামলার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। মামলাকারীদের আবেদন খারিজ করেছে তাঁরা।

পড়ুয়া স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত সিইউ-র, ডেডলাইন পেরোলেও গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার শেষ সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ সময় ফুরিয়েছে বহু আগেই। নিয়ম অনুযায়ী আর স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার কথা ছিল না। তবু পড়ুয়াদের জন্য ফের একবার দরজা খুলে দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও শেষবারের মতো গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সিইউ কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, চয়েজ বেসড ক্রেডিং সিস্টেম চালু হওয়ার পর নিয়ম ছিল-তিন বছরের স্নাতক কোর্স সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। কিন্তু করোনা পর্ব, পরীক্ষা স্থগিত, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ও নানা প্রশাসনিক জটিলতায় বহু পড়ুয়া সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত সেমেস্টার পাশ করতে পারেননি। ফলে কার্যত বাতিল হয়ে যাচ্ছিল তাঁদের ডিগ্রি। এই পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত, ২০১৭ থেকে ২০২০ ব্যাচের সেই সব ছাত্রছাত্রী, যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্স শেষ করতে পারেননি, তাঁরা ২০২৬ সালে একবারের জন্য পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। সফল হলে তবেই মিলবে স্নাতক ডিগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই ছাড় চূড়ান্ত। ভবিষ্যতে আর এমন সুযোগ দেওয়া হবে না। ফলে যাঁরা এখনও কোর্স অসম্পূর্ণ রেখে আছেন, তাঁদের জন্য এটাই শেষ রাস্তা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করে পরীক্ষায় বসতে হবে। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বহু পড়ুয়া ও অভিভাবক। তাঁদের মতে, ''ডিগ্রি না থাকায় চাকরি বা উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই সুযোগ অনেকের জীবন ফের গুছিয়ে নেওয়ার রাস্তা খুলে দিল।'' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, পরীক্ষার সময়সূচি, আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা খুব শিগগিরই সিইউ-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। যোগ্য পড়ুয়াদের নিয়ম মেনে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।

'১০ মাসে আটটা যুদ্ধ থামিয়েছি!' সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করে ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাবি ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৮ ডিসেম্বরঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের একবার নিজের কৃতিত্বের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিশ্বমঞ্চে। বৃহস্পতিবার দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, মাত্র ১০ মাসে বিশ্বজুড়ে আটটি যুদ্ধ বা সংঘাত মিটিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ইরানের পরমাণু হুমকি কার্যত শেষ করে দিয়েছে আমেরিকা, কারণ সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু ঘাঁটিগুলিতে সরাসরি এয়ার স্ট্রাইক চালানো হয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ''আমি আমেরিকার শক্তি ফিরিয়ে এনেছি, ১০ মাসে ৮টি যুদ্ধ থামিয়েছি, ইরানের নিউক্লিয়ার হুমকি ধ্বংস করেছি এবং গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি।'' এখানেই থামেননি তিনি। দাবি করেছেন, এই উদ্যোগের ফলেই আরব দুনিয়ায় প্রায় ৩০০০ বছরের মধ্যে প্রথমবার প্রকৃত শান্তি এসেছে। হামাসের হাতে বন্দি থাকা ইজরায়েলের সব পণবন্দিকে জীবিত ও মৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণেই। গাজা প্রসঙ্গ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে। তাঁর দাবি, আমেরিকার চাপ এবং কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে হামাস পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে, পণবন্দি মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সেই সূত্রেই। যদিও এই দাবি কতোটা যুক্তিযুক্ত সে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে নানা প্রশ্ন উঠেছে, তবু নিজের অবস্থানে অনড় তিনি। শুধু বিদেশনীতি নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিতেও নিজের সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসন কড়া অবস্থানে অনড় থাকা ট্রাম্পের দাবি, দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত শূন্য অবৈধ অভিবাসী আমেরিকায় ঢুকতে পেরেছে। তাঁর ভাষায়, প্রথম দিন থেকেই দক্ষিণ সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত সাত মাসে এক জন অবৈধ অভিবাসীকেও দেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি-যা সবাই অসম্ভব বলে মনে করত। শুল্ক নীতি তাঁর প্রশাসনের অন্যতম বড় অস্ত্র বলে করেন তিনি। বলেন, ''আমদানির উপর শুল্ক চাপিয়েই আমেরিকায় বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ টানা সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের রেকর্ড বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে সরকার। সংস্থাগুলিকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, আমেরিকায় কারখানা গড়লে কোনও শুল্ক নেই, আর বিদেশে উপাদন করলে শুল্ক দিতেই হবে।'' ট্যারিফ আমার প্রিয় শব্দ, বলতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি ট্রাম্প। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে অন্য দেশগুলো আমেরিকার বিরুদ্ধে শুল্ক ব্যবহার করেছে, কিন্তু এখন খেলা ঘুরেছে। সেই কারণেই নাকি রেকর্ড সংখ্যায় সংস্থা দেশে ফিরছে, নতুন কারখানা হচ্ছে, বাড়ছে কর্মসংস্থান ও জাতীয় নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের বক্তব্য স্পষ্ট, বিদেশনীতি থেকে অর্থনীতি, অভিবাসন থেকে নিরাপত্তা-সব ক্ষেত্রেই নিজের নেতৃত্বকে ঐতিহাসিক বলে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর তিনি।

CHANGE OF NAME

I, IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) S/O - LATE SAFATULLA MANDAL residing at VILL-PIRTALA PO-CHOA PS- HARIHARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from , IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) to IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) and henceforth,I shall be Known as IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025. IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) & IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ADMAINUL ISLAM (old name) S/O- UMAR ALI residing at BARSATIGOLA PO- BHAGWANGOLA P.S-BHAGWANGOLA DIST-MURSHIDABAD PIN-742135 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) ADMAINUL ISLAM to (new name) MD MAINUL ISLAM and I shall be henceforth be known as (new name) MD MAINUL ISLAM in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/12/2025. (New name) MD MAINUL ISLAM and (old name) ADMAINUL ISLAM both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SHANOYAR SEKH (old name) S/O- OSMAN GANI residing at KULI PO- KULI CHOWRASTA P.S-BURWAN DIST-MURSHIDABAD PIN-742168, West Bengal do here by declare that, I have changed my name from (old name) SHANOYAR SEKH to (new name) SANOWAR SEKH and I shall be henceforth be known as (new name) SANOWAR SEKH in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/12/2025. (New name) SANOWAR SEKH and (old name) SHANOYAR SEKH both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Paritosh Sarkar son of Natya Hari Sarkar, residing at Bidyadharpur, Sonarpur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700150, West Bengal, declare that my father's actual and correct name is Natya Hari Sarkar but inadvertently his name has been recorded in my Driving License No. WB01-19930340700 as W. H. Sarkar instead of Natya Hari Sarkar. W. H. Sarkar and Natya Hari Sarkar both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 17/12/2025.

CHANGE OF NAME

I, Dhiraj Kumar Dutta (Old Name) S/o Sourendra Nath Datta Residing at FL 205 Sunrise Green, Jatragachi, Newtown, District - North 24 Parganas, Pin - 700162, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Dhiraj Kumar Datta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2025 Dated 18-12-2025. Dhiraj Kumar Dutta (Old Name) and Dhiraj Kumar Datta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nur Nawaj Molla, Md Noor Nawaj Molla (Old Name) S/o Nachim Molla Residing at Joychandi Mandir Road, Vtc - Joynagar Mozilpur (M), P.o - Joynagar Mozilpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743337 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Noor Nawaj Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 18-12-2025. Nur Nawaj Molla, Md Noor Nawaj Molla (Old Name) and Noor Nawaj Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashok Kumar Singh, Ashoke Kumar Singh (Old Name) S/o Raj Karan Singh Residing at Manoharopur, Uttar Subhash Pally, VTC - Dankuni M, P.O - Dankuni, District - Hooghly, Pin - 712311, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ashok Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 18-12-2025. Ashok Kumar Singh, Ashoke Kumar Singh (Old Name) and Ashok Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Zahid Hassain Molla, Zahid Hassan Malla (Old Name) S/o Abul Kalam Molla Residing at Vill - Gabberia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Zahid Hassan Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 18-12-2025. Zahid Hassain Molla, Zahid Hassan Malla (Old Name) and Zahid Hassan Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arun Agarwal (Old Name) S/o Sajan Kumar Agarwal Residing at 270/C, Rabindra Sarani, Barabazar, District - Kolkata, Pin - 700007, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Arun Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-12-2025. Arun Agarwal (Old Name) and Arun Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ambia Bibi (Old Name) W/o Usman Ali Sardar Residing at Vill - Makrampur, P.o - Kustia, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743330, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ambia Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-12-2025. Ambia Bibi (Old Name) and Ambia Khatun Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Barman (Old Name) S/o Nanda Dulal Barman Residing at AJ-206, Sector-II, Salt Lake, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Barman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-12-2025. Sanjay Barman(Old Name) and Sanjoy Barman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Masud Hossain (Old Name) S/o Sk Mosaraf Hossain Residing at Vill - Barue Mistri Para, P.o - Mato, P.s - Penro, District - Howrah, Pin - 711408, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Masud Hossain Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-12-2025. Sk Masud Hossain (Old Name) and Masud Hossain Sk (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saniya Mullick (Old Name) W/o Reyan Mondal Residing at Daulatpur Laskarpara, Maheshtala, District - Kolkata, Pin - 700139, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Saniya Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 1 Dated 17-12-2025. Saniya Mullick (Old Name) and Saniya Mallick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kamal Kumar Saraf (Old Name) S/o Shyam Sundar Saraf Residing at 164 Block-B, Lake Town, P.o+P.s - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700089, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamal Saraf (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23 Dated 17-12-2025. Kamal Kumar Saraf (Old Name) and Kamal Saraf (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, B. Soujanya (Old Name) W/o Anil Kumar Botta Residing at 198/2, Santoshpur Avenue, 2nd Floor, 7th Road, Santoshpur, District - Kolkata Pin - 700075, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Soujanya Pudi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22 Dated 17-12-2025. B. Soujanya(Old Name) and Soujanya Pudi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kumari Yogita, Yogita Dhanraj Dugar (old names) daughter of Dhanraj Dugar, residing at 80/1, Joy Narayan Santra Lane, Howrah-711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Yogita Dugar (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No.20377/25 dated 12/12/2025. Kumari Yogita, Yogita Dhanraj Dugar (old names) and Yogita Dugar (new name) all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Matinuddin (Old name) W/o- Zarina Ferdausi, Resident at, Kuli Chowrasta, Po-kuli, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742168. I have changed my name Matinuddin to Seikh Motinuddin (New name) I shall be known as Seikh Motinuddin vide affidavit before the Notary at Berhampore on 12/12/2025 Matinuddin and Seikh Motinuddin same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Motinuddin (Old name) S/o-Seikh Omar Ali, Resident at, Kuli Chowrasta, Po-kuli, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742168. I have changed my name Sk Motinuddin to Seikh Motinuddin (New name) I shall be known as Seikh Motinuddin vide affidavit before the Notary at Berhampore on 12/12/2025 Sk Motinuddin and Seikh Motinuddin same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি আবুবক্কর সেখ, পিতা বিলাত সেখ গ্রাম-সুনুট, পোঃ-শুন মুনি, থানা-ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১২১৪ এর বাসিন্দা। বোলপুর মহকুমা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিড বলে নাম পরিবর্তন করে সেখ গোলাম হোসেন পিতা সেখ বিলাত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, তাজমিরা বিবি, স্বামি-সেখ মনিরুল গ্রাম-শুনুট, পোঃ শুনমুনি, থানা-ইলামবাজার জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২১৪ এর বাসিন্দা। বোলপুর মহকুমা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেটের এফিডেফিড বলে নাম পরিবর্তন করে কাফুরা বিবি স্বামী সেখ মনিরুল।

CHANGE OF NAME

I, Sri Rabi Koiri S/o Late Radheyshyam Koiri residing at 14, Nalini Bhattacharjee Road, P.O. and P.S.-Naihati, 24 Pgs(N) W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Rabi Koiri instead of Rabi Mondal, my wife's actual name Jhumpa Kairi instead of Jhumpa Mondal and my daughter's actual name Pinki Koiri instead of Pinki Monal, vide an affidavit No. 36 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated 04/12/2025. Rabi Koiri and Rabi Mondal both are same and one identical person. Jhumpa Kairi and Jhumpa Mondal both are same and one identical person. Pinki Koiri and Pinki Monal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Pradip Kumar Naha, S/O Lt. Gauranga Naha, গ্রামঃ+পোঃ রাজগ্রাম, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Gauranga Naha. কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম করা রয়েছে G. Ch. Naha. ১৫.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট এর মাধ্যমে আমি ঘোষণা করছি Gauranga Naha and G. Ch. Naha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Mon Barman(old name) S/o Khaisa Barman residing at Vill-Jobsa, P.O.-Ramchandrapur, P.S.-Tapan, Dist-Dakshin Dinajpur West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Mon Barman to Mahen Barman and henceforth I shall be known as Mahen Barman (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur dated 16/12/2025. Mon Barman and Mahen Barman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, KAILASH KUMAR SHAW(old name) S/o Bhim Shaw residing at 30, Nimtalla Ghat Street 4th Floor, P.S. Beadon Street, Dist-Kolkata, Pin-700006 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KAILASH KUMAR SHAW to KAILASH KUMAR and henceforth I shall be known as KAILASH KUMAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated 18/12/2025. KAILASH KUMAR SHAW and KAILASH KUMAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tujadul Sardar (Old Name) S/O–Badrul Sardar resident of Vill-Brindabanpur , PO-Jagaipur , PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Tujadul Sardar to Md Tujadul Sardar and henceforth I shall be known as Md Tujadul Sardar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Md Tujadul Sardar & Tujadul Sardar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bajlu Sardar (Old Name) S/O–Ekral Sardar resident of Vill-Brindabanpur , PO-Jagaipur, PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Bajlu Sardar to Badrul Sardar and henceforth I shall be known as Badrul Sardar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Badrul Sardar & Bajlu Sardar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naosad Alam (old name) son of Ali Abbas, residing at 61C/1B, G. J. Khan Road, P.O – Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Naosad Alam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/12/2025. Naosad Alam (old name) and Md Naosad Alam (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anarul Haque S/o-Raosan Ali, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742101, That my wrongly name is Md Anarul Sk, which has been recorded in my Son's School Certificate. Admit Card Index No. 00270-106 year of- 2004-2005. I have changed my name Md Anarul Sk to Anarul Haque (New name) I shall be known as Anarul Haque vide affidavit before Notaryat Berhampore on 25/01/2008 Md Anarul Sk & Anarul Haque same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I RINA MONDAL W/O - ANAR ALI MONDAL MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY DAUGHTER RUHANA MONDAL BIRTH CERTIFICATE AS RINA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAJISTRATE KRISHNARGAR COURT ON 15/12/2025. I RINA MONDAL AND RINA BIBI AND MY HUSBAND ANAR ALI MONDAL AND ANAR ALI MANDAL, MY DAUGHTER RUHANA MONDAL AND RAHANA MANDAL ALL ARE SAME PERSON, R/O VILL DURGAPUR, P.O-JHITKI POTA, P.S-KOTWALI DIST-NADIA.

CHANGE OF NAME

I MAJIT NAODA S/O MOCHHAKARIM NAODA MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY SON'S BIRTH CERTIFICATE AS MAJID NAODA MY SON NAME IS JAHID HOSSAIN NAODA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNA GAR COURT ON 14-11-25 I MAJIT NAODA AND MAJID NAODA IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS MAJIT NAODA R/O VILL BETBERIA P.O HRIDAYPUR P.S CHAPRA DIST NADIA.

CHANGE OF NAME

I NAZIM KHAN and MD NAZIM S/O MOHAMMED NAYEM residing at 166/H/76, Keshab Chandra Sen Street, Dist-Kolkata-700009, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMED NAZIM as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. NAZIM KHAN and MD NAZIM and MOHAMMED NAZIM all are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD GOLAM KIBRIA (old name) S/O - SHAIKH KHODANEWAJ residing at VILL& PO-GOPALCHAK PS- NALHATI DIST-BIRBHUM PIN-731237. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from, MD GOLAM KIBRIA (old name) to GOLAM KIBRIA (new name) and henceforth, I shall be Known as GOLAM KIBRIA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 18/12/2025. GOLAM KIBRIA (new name) & MD GOLAM KIBRIA (old name) both name are same and one identical person.

দেউল পার্কে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে হরিণদের মুখে বাইরের খাবার, উদ্বেগে বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে বন দফতরের নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই চলছে এই কাজ। দুর্গাপুরে কাঁকসার দেউলে আসা পর্যটকরা আইন বিরোধী কাজ করে চলেছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পর্যটকদের সতর্ক করতে এবার বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে বন দফতর। এই বছর গড় জঙ্গলে পাকা রাস্তা হওয়ায় পর্যটকদের ভিড় বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই বন্য প্রাণীতে ভরপুর ওই গভীর জঙ্গলের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন দফতর। শীতের মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনাও শুরু হয়ে গেছে। উইকেন্ডে পিকনিক জমে উঠেছে অজয় নদীর পাড়ে। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুরের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কাঁকসা ব্লকের গড় জঙ্গল। শাল, পিয়াল সহ নানান বিলুপ্তপ্রায় গাছগাছালির গভীর ওই জঙ্গলে রয়েছে হিংস্র জীবজন্তু ও বিষধর সাপখোপ, ময়ূর সহ বহু প্রজাতির পাখি। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে নেকড়ে, শেয়াল, গন্ধগোকুল, সজারু, বুনো বিড়াল, বন শূকর এমনকি নীল গাই ও হনুমান সহ বহু বন্য প্রাণী। এছাড়াও পাইথন সাপ সহ বহু প্রজাতির বিষধর সাপখোপও ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে জঙ্গলে। ওই গভীর জঙ্গলের গৌরাঙ্গপুর দেউলের জঙ্গলে পূর্ব বর্ধমান বন বিভাগের অধীনে রয়েছে একটি মৃগ উদ্যান। যেখানে সংরক্ষণ করা আছে শতাধিক চিতল হরিণ। জীবজন্তু ছাড়াও ওই জঙ্গলে ঐতিহ্যবাহী ইচ্ছাই ঘোষের মন্দির, গড় জঙ্গলে রয়েছে শ্যামরুপা দুর্গা মন্দির। দেউল থিম পার্ক ও জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয় নদ। মনোরম ও প্রাকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর জঙ্গলে এক সময় লাল মাটির রাস্তা ছিল। জঙ্গলের রাস্তার বেহাল দশার কারণে পর্যটকদের আনাগোনা কম ছিল। তবে পাকা রাস্তা হওয়ায় এই বছর পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে। বন দফতরের ওই মৃগ উদ্যানের গেটে ব্যানারে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে বাইরের থেকে কোনও রকম খাবার হরিণকে দেবেন না। তবে সেটা কেবল বাংলা অক্ষরে লেখা। স্থানীয় সহ পর্যটকদের দাবি, ওই পর্যটন কেন্দ্রে অবাঙালি বহু পর্যটক আসেন। যাঁরা বাংলায় লেখা ওই বিজ্ঞপ্তি বুঝতে পারেন না। পাশাপাশি অনেক বাঙালি বুঝেও সচেতন হয় না। বন দফতরের ওই বিজ্ঞপ্তি হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা থাকলে হরিণকে বাইরের খাবার খাওয়ান থেকে অনেকটাই বিরত থাকবে পর্যটকরা। এছাড়াও জঙ্গলে নজরদারিও বাড়ানো প্রয়োজন। বন দফতরের দুর্গাপুর রেঞ্জ অফিসার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হরিণগুলি দ্রুত সেফ করিডোরে রাখা হবে। ফলে পর্যটকরা অনেক হরিণ এক সাথে দেখতেও পাবেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজিতে সতর্কতা জারি করা হবে দ্রুত। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য একাধিক সতর্কতা জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। বন ও বন্য জীবজন্তু সহ পর্যটকদের সুরক্ষায় আমাদের কড়া নজরদারি থাকবে।

পূর্বাঞ্চলীয় লোক ও মহোৎসব কদমতলীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ লোক ও আদিবাসী শিল্প সমারোহ শুরু হল শান্তিনিকেতনের কদমতলীতে। পশ্চিমবঙ্গের ৪০০ এবং আসাম সিকিম ত্রিপুরা ঝাড়খন্ড মনিপুর সহ বিভিন্ন রাজ্যের সর্বমোট ২০০, শিল্পী সহ ৬০০ শিল্পীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হতে চলেছে শান্তিনিকেতনে। পৌষ মেলা শুরু হওয়ার আগের দিন এই মেলার সমাপ্তি ঘটবে। এই মেলার উদ্দেশ্য হল হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পীকে সকলের সামনে তুলে ধরে পুনরুজ্জীবিত করা। বাংলার বোলান গান, গম্ভীরা, আলকাপ ও কীর্তন সহ বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংস্কৃতি তুলে ধরা হবে এই মহোৎসবে।

মাছ ধরার জালে উঠল বৃহৎ আকৃতির সামুদ্রিক কচ্ছপ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নদীতে জাল টানতে উঠে এল বৃহৎ আকৃতির সামুদ্রিক জীব! কচ্ছপ ছড়াল চাঞ্চল্য এলাকায়। কারণ এই প্রাণী সাধারণত সমুদ্র সৈকতে দেখা যায়। তবে এবার এই সামুদ্রিক জীব সমুদ্র ছাড়িয়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার সাঁতারে এসে ধরা পড়ল নদীতে। অলিভ রিডলি কচ্ছপ সাধারণত গভীর সমুদ্রের প্রাণী। প্রজননের সময় সমুদ্র সৈকতে উঠে আসে। প্রজননের পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলেই আবার সমুদ্রে ফিরে যায় এই প্রজাতির কচ্ছপ। একসময় পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র সৈকতগুলিতে এই প্রজাতির কচ্ছপ দেখা যেত। পর্যটনের জোয়ারে দিঘা, মন্দারমনি ও তাজপুর সহ কোনও সমুদ্র সৈকতেই আর দেখা যায় না। সেই অলিভ রিডলে কচ্ছপ এবার ধরা পড়ল এক মৎস্যজীবীর জালে। ১৮ ডিসেম্বর সমুদ্র উপকূল ছাড়িয়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার সাঁতারে এসে এই কচ্ছপ ধরা পড়ল রূপনারায়ণ নদে। মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া এলাকায় এক মৎস্যজীবীর চারা পোনা ধরার জালে ধরা পড়ে এই বৃহৎ আকৃতির কচ্ছপ। ওজন প্রায় ৫৫ কেজিরও বেশি। স্থানীয় বাসিন্দা ও স্থানীয় প্রশাসন খবর দেয় বনদফতরে। জেলা ফরেস্টে বিভাগের নন্দকুমার রেঞ্জের কর্মীরা উদ্ধার করে। এ বিষয়ে নন্দকুমার ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসার অতুলপ্রসাদ দে জানিয়েছেন, রূপনারায়ণ নদে এক মৎস্যজীবীর চারা পোনা ধরার জালে একটি অলিভ রিডলি কচ্ছপ ধরা পড়ে। বন বিভাগের কর্মীরা গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে পূর্ণবয়স্ক একটি অলিভ রিডলি কচ্ছপ। সাধারণত গভীর সমুদ্রে বাস করে। প্রজননের সময় সমুদ্র সৈকতে উঠে আসে। ওই কচ্ছপটি সুস্থ রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হবে। জেলা বন বিভাগ থেকে জানা যায়, বর্তমানে বন্যপ্রাণ ও লুপ্তপ্রায় প্রাণী বাঁচাতে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি জেলা জুড়ে অনেক অংশে সফল হয়েছে। অলিভ রিডলি কচ্ছপ সহ নানান ধরনের লুপ্তপ্রায় প্রাণী ও বন্যপ্রাণ সাধারণ মানুষের চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই বনদফতরের কর্মীরা খবর পাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে অনেকটাই সচেতন হয়েছে। এদিনের এই কচ্ছপটি পথ ভুলেই সমুদ্র থেকে নদীপথে এতটা চলে এসেছে। তবে রূপনারায়ণ ও হলদি নদীতে আগেও বেশ কয়েকবার এই প্রজাতির কচ্ছপের খোঁজ মিলেছে।

নকশালবাড়ির চা বাগানে ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ নকশালবাড়ির মারাপুর চা বাগানে দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার উপর দিয়ে নোংরা জল প্রবাহিত হচ্ছিল। এর ফলে পুরো চা বাগান জুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, রোগের ঝুঁকিও বেড়েছে। চা শ্রমিকরা গত আগস্টে এই সমস্যা নিয়ে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' ক্যাম্পে আবেদন করেছিলেন। আবেদনের পর, বৃহস্পতিবার প্রশাসনের উদ্যোগে ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ড্রেন নির্মাণ শুরু হওয়ায় চা শ্রমিকরা খুব খুশি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ড্রেন নির্মাণের ফলে এলাকার অবস্থার উন্নতি হবে এবং চা বাগানে রোগের প্রকোপ কমবে। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বলেন, এই কাজ সম্পন্ন হলে চা শ্রমিকদের অনেক স্বস্তি হবে এবং পুরো এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত হবে। ড্রেন নির্মাণের কাজ এই মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

ঘোড়ামারাতে ক্রমশ বাড়ছে পর্যটক সংখ্যা, তবু শঙ্কায় স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ঘোড়ামারাতে ক্রমশ বাড়ছে পর্যটক সংখ্যা। অনেকেই এই দ্বীপের ভাঙন দেখতে এবং দ্বীপের সৌন্দর্য দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা ভাল নেই। ছোট্ট এই দ্বীপকে দূষণমুক্ত করে বাকি পৃথিবীকে বার্তা দেওয়ার কাজ করছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর প্রায় বছর দু'য়েক সেরকম সমস্যা হয়নি। কিন্তু নতুন করে ভাঙনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘোড়ামারাতে যাওয়ার জন্য লঞ্চ অথবা নৌকাতে পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া রয়েছে। দ্বীপে নামলেও দেখতে পাবেন এই দ্বীপ প্লাস্টিক ও থার্মোকল মুক্ত এলাকা। এক সময় সাগরদ্বীপের খুব কাছে থাকা এই দ্বীপ গত দুই দশকে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এক সময় গোটা দ্বীপ মিলিয়ে একটি পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাঙনের জেরে মানুষ চলে যাচ্ছেন অন্যত্র। ফলে বর্তমানে দ্বীপের জনসংখ্যা মাত্র চার হাজারে নেমে এসেছে। বাড়ি- ঘর, চাষের জমি, বাজার- সবকিছুই ধীরে ধীরে ভাঙনের মুখে। কিছু অংশে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে আতঙ্কে দিন কাটছে দ্বীপবাসীর। যে কোনও মুহূর্তে আরও বড় অংশ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অনেক পরিবার ইতিমধ্যেই দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। যাঁরা রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জীবিকা এখন গভীর সংকটে। পরিবেশবিদদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বর্ধিত জোয়ার-ভাটার শক্তিই দ্বীপটির ক্ষয় আরও দ্রুততর করছে। জরুরি ভিত্তিতে সুরক্ষাব্যবস্থা না নিলে মানচিত্র থেকে ঘোড়ামারা দ্বীপ সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি মহিলার। মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই মহিলার মেয়ে। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মালদার মানিকচক থানার মথুরাপুর গড়িপাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, মৃতার নাম জবা মাহালদার (২৮) এবং আহত মেয়ের নাম ললিতা মাহালদার (১২)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে মথুরাপুর এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মা-মেয়ে। সেই সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। পিছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'জনকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন মা ও মেয়ে। এরপর স্থানীয়রা দু'জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জবা মাহালদারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এসআইআর চলাকালীন নদীয়ায় জাল স্কুল সার্টিফিকেট চক্র! তৃণমূল নেতার নাম জড়িয়ে রাজনৈতিক তোলপাড়

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) চলাকালীন নদীয়ার শান্তিপুরে সামনে এল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। অর্থের বিনিময়ে জাল স্কুল সার্টিফিকেট বিক্রির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে শান্তিপুর ব্লকের আরবান্দি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্রনাথ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে। অভিযোগ, ব্যাক ডেট দিয়ে তৎকালীন শিক্ষিকার জাল সই ব্যবহার করে স্কুল সার্টিফিকেট তৈরি করে তা বিক্রি করা হচ্ছে। এমনকি যে ব্যক্তি কোনওদিন ওই স্কুলে পড়াশোনাই করেননি, তাকেও স্কুল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে এসেছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক আমজাদ শেখ এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা আলতাব (আলতাফ) শেখের। অভিযোগ অনুযায়ী, শান্তিপুর থানার পাঁচপোতা গ্রামের বাসিন্দা আসলাম শেখের নামে ভুয়ো স্কুল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত এক নাবালিকার পালিয়ে বিয়ে করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পরিবার শান্তিপুর থানায় গেলে পুলিশের কাছে একটি রবীন্দ্রনাথ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের স্কুল সার্টিফিকেট পেশ করা হয়, যেখানে ওই নাবালিকাকে সাবালিকা হিসেবে দেখানো হয়। অথচ পরিবারের দাবি, মেয়েটির প্রকৃত বয়স মাত্র ১৭ বছর। পরিবারের অভিযোগ, পরে স্কুলের শিক্ষক আমজাদ শেখের সঙ্গে কথা বললে তিনি জাল সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। সেই কথোপকথনের ভিডিও ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। যদিও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক আমজাদ শেখ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দায় চাপিয়েছেন বর্তমান প্রধান শিক্ষকের উপর। অন্যদিকে, তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আলতাব শেখ এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করে অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত, জাল সার্টিফিকেট চক্রের পর্দাফাঁস এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। এসআইআর চলাকালীন এই অভিযোগ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। এখন দেখার, তদন্তে এই জাল সার্টিফিকেট চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কতজনকে এইভাবে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং এর পিছনে কোনও বড় সংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না।

পার্সেল ভ্যান থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের পার্সেল ভ্যান থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় গাড়ির চালক কানাই শীল এবং সংশ্লিষ্ট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ম্যানেজার শুভঙ্কর দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তর একটিয়াশাল এলাকায় একটি পার্সেল ভ্যানকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় ভ্যানের ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। কাফ সিরাপগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচার করা হচ্ছিল সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত দুজনকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ জিতেন্দ্র তিওয়ারির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগারকেই যদি উন্নয়ন বলা হয়, তাহলে এই রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে-এই ভাষাতেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার বিজেপি জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দাবিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেন। জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, গ্রামীণ উন্নয়ন যদি বাস্তবেই হয়ে থাকে, তবে তার বিচার করবেন সাধারণ মানুষই। বাঁকুড়া একটি গ্রামপ্রধান জেলা, তাই এখানকার মানুষ নিজেরাই বুঝছেন আদৌ কী উন্নয়ন হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বালি ও কয়লা পাচার, চাকরি বিক্রি, ডিএম-এসডিও-বিডিও দফতরের উন্নয়ন খাত থেকে কাটমানির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন-এই সবকিছুকেই উন্নয়ন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এসআইআর বিতর্ক ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের প্রেক্ষিতে দলীয় নির্দেশে বাঁকুড়ায় আসেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সংবলিত একটি বই তুলে ধরেন। বইটির নাম- পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের শ্মশানভূমি। তাঁর দাবি, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, কর্মসংস্থানের সংকট তীব্র হয়েছে এবং রাজ্যের ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পরিকাঠামো ছাড়াই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে সঠিক পরিষেবা মিলছে না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বদলি করতে হচ্ছে চিকিৎসক ও কর্মীদের। শিল্পের পরিবেশ ধ্বংস হওয়ায় রাজ্যের অর্থনীতি আজ গভীর সংকটে-এমনটাই দাবি তাঁর। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিত চ্যাটার্জী। অন্যদিকে, বিজেপির এই অভিযোগের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও শিল্পায়নের পথেই এগোচ্ছে। বিজেপি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

উইকএন্ডে দীঘা যেতে হলে অগ্রিম হোটেল বুকিং জরুরি, কালোবাজারি রুখতে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ১৮ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণকে সামনে রেখে নতুন সাজে সেজে উঠছে সৈকত সুন্দরী দীঘা। টানা উইকএন্ডের ছুটিতে পর্যটকদের ঢল নামতে চলেছে সমুদ্র সৈকতে। সেই কারণে এখনই অগ্রিম হোটেল বুকিং করার পরামর্শ দিচ্ছেন হোটেল মালিকরা। ইতিমধ্যেই দীঘার বিভিন্ন হোটেলে প্রায় ৫০ শতাংশ বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। হোটেলিয়ারদের আশা, ২৫ ডিসেম্বরের আগেই বাকি ঘরগুলির বুকিংও শেষ হয়ে যাবে। নিউ দীঘায় পর্যটক টানতে একাধিক হোটেল বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছে। দম্পতি বা সপরিবারে জন্য থাকা-খাওয়া মিলিয়ে নির্দিষ্ট মূল্যের এই প্যাকেজগুলি মাথাপিছু ভাড়ার তুলনায় তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছেন হোটেল মালিকরা। তাঁদের দাবি, গত বছরের তুলনায় এবছর বর্ষশেষে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে নতুন সংযোজন জগন্নাথ মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা। হোটেল মালিকদের তরফে পর্যটকদের স্পষ্ট আবেদন-দিনের দিন এসে হোটেল খোঁজার ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই বুকিং সেরে ফেলুন। নচেৎ পছন্দের সাধ্যের মধ্যে হোটেল না পেলে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হতে পারে। হোটেলের ভাড়া নিয়ে কালোবাজারি রুখতে জেলা প্রশাসন ও হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা সম্বলিত লিফলেট ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র জানিয়েছেন, নির্ধারিত ভাড়ার বেশি নিলে অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩১৩ শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশে উত্তাল পাহাড়, জিটিএ এলাকায় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ সরকারি স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ হাই কোর্টের নির্দেশে ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় প্রকাশের পরই উত্তাল হয়ে উঠল দার্জিলিং ও কালিম্পং। এর সরাসরি প্রভাব পড়ল পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র অধীন সমস্ত সরকারি স্কুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধ শুরু হয়েছে। বন্‌ধের জেরে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে পাহাড়ের স্কুলগুলির পঠন-পাঠন। সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের ডাকে এই বনধ পালন করা হচ্ছে। সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী, এদিন পাহাড়ের কোনও সরকারি স্কুলই খোলা হয়নি। বহু পড়ুয়া সকালে স্কুলে এসে বন্ধ দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি বেশ কয়েকটি স্কুলে যেখানে এদিন বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলিও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার রায়ে বিচারপতি বিশ্বজিত বসু দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে জিটিএ-র অধীন সরকারি স্কুলে কর্মরত ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আদালতের এই রায়ের খবর পাহাড়ে পৌঁছাতেই শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবক মহলেও চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন দ্রুত বৈঠক করে এবং পাহাড় জুড়ে সমস্ত সরকারি স্কুলে অনির্দিষ্টকালের বনধের ডাক দেয়। সংগঠনের বক্তব্য, এই ২৫ বছর ধরে ওই শিক্ষকরা দার্জিলিং পাহাড়ের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। ২০০২ সাল থেকে পাহাড়ে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এটা শিক্ষকদের দোষ নয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটি। এজন্য তৎকালীন সরকার, জিটিএ দায়ী। তাই শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ খারকা বলেন, বন্‌ধ চলাকালীন কোনও স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা, মূল্যায়ন বা ফল প্রকাশ-কিছুই হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। যদিও বুধবারই জিটিএ প্রধান অনীত থাপা স্পষ্ট জানান, আমি কাউকে হতাশ হতে দেব না। ওই শিক্ষকদের ন্যায়বিচারের জন্য যেখানে যেতে হবে যাব। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার দ্রুত সমাধান খুঁজতে বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে বসবেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন চাকরি হারানো ৩১৩ জন শিক্ষক, জিটিএ-র আধিকারিক এবং শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, বর্তমানে জিটিএ-র অধীনে পাহাড়ে মোট ৩৬০টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলির একটি বড় অংশই দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক ও অস্থায়ী শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে রাজ্য সরকার জিটিএ-কে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী জিটিএ ওই বছরের জুন মাসে ৩১৩ জন শিক্ষক নিয়োগ করে। কিন্তু এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বেআইনি বলে অভিযোগ তুলে কলকাতার বাসিন্দা জসুমুদ্দিন মণ্ডল হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার শুনানিতেই আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের কথা উল্লেখ করে ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১৮ ডিসেম্বর ঃ প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বাহারী ফুলকে সাথে নিয়ে নতুন বার্তা দিতে শীত ঋতুর আগমন। এই সুন্দর অবসরে বাঙালির উৎসব, আনন্দ আর আবেগ সব কিছু একাকার হয়ে যায়। এই আনন্দঘন আবেগ যেমন মানুষে - মানুষে, তেমনই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ও ঘটে। বাঙালি আশা , বাঙালির গর্ব বাঙ্গালীর শ্রেষ্ট উৎসব দুর্গাপূজা ও শক্তি আরাধনার সমাপ্তির সাথে সাথেই গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং ব্লকের রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলিকাতা গ্রামে কলিকাতা ভারতমাতা সংঘ কলিকাতা হরিসভা প্রাঙ্গণে ৩৩ তম বর্ষ সন্তোষী মাতার পাঁচ দিন ব্যাপী আরাধনা ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ব্রতী হয়েছে। পুজা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পাঁচ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের ডালিতে বিভিন্ন দিনে শোভিত হবে নাটক বৃদ্ধাশ্রম , নৃত্যানুষ্ঠান , পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, ম্যাজিক শো ও কথা বলা পুতুল, পুতুল নাটক ও LION ড্যান্স, DISK JOCKY, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, অন্নকূট উৎসব, বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রতিযোগিতার ডালিতে বিভিন্ন দিনে শোভিত হবে সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা, নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন, ক্রীড়া। পাঁচ দিন ব্যাপী পুজানুষ্ঠান , সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সংঘের সদস্য - সদস্যা দিন রাত এক করে প্রচার করছে, নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সদা ব্যস্ত। প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

কুকুর ছানার টানে গ্রামমুখী চিতা, নাইলন ফেন্সিং শুরু বনদপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ঃ খুনসুটি করতে করতে গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুর ছানাগুলিই এখন উত্তরবঙ্গের গ্রাম ও শহর সংলগ্ন এলাকার সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। পরিবেশবিদ ও বনকর্তাদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, এই কুকুর ছানারাই চিতাবাঘের কাছে সবচেয়ে সহজ শিকার বা 'সফট টার্গেট'। আর সেই টানেই চিতাবাঘ ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। ফলস্বরূপ, বাড়ছে মানুষে-চিতা সংঘর্ষ, ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক। উত্তরের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চা বাগান সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এই সমস্যা সবচেয়ে প্রকট। চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। শুধু ডিসেম্বর মাসেই ঘটেছে তিনটি হামলা। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। বনদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গে মোট নয়টি চিতাবাঘ হামলার ঘটনা ঘটে। তাতে মৃত্যু হয় তিনজনের এবং আহত হন অন্তত ১৫ জন। এই হামলাগুলির নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। গত বছরের ৯ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার দলগাঁও চা বাগানে এক মহিলাকে চিতাবাঘে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। তার ঠিক পরদিন, ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে এক কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এই দুটি ঘটনার তদন্তে নেমে পরিবেশকর্মীরা জানতে পারেন, চিতাবাঘ ওই এলাকায় আগে থেকেই ঘাপটি মেরে ছিল কুকুর ছানার খোঁজে। শিকার শেষ হওয়ার পর আচমকাই মানুষের উপর হামলা চালায় সে। এই ধরনের হামলা নতুন নয়। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ খট্টিমারি এলাকায় এক ব্যক্তি চিতাবাঘের হামলায় গুরুতর জখম হন। পরে জানা যায়, চিতাবাঘটি কুকুর ছানা শিকারের লোভে গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। এই কারণে গত বছরের শুরুতে ডুয়ার্সের চালসা, ডামডিম, বেতগুড়ি ও নাগরাকাটা এলাকায় একের পর এক চিতাবাঘ হামলার ঘটনা ঘটে। পরিবেশবিদদের মতে, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পথ কুকুরের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে কুকুর ছানার উপস্থিতি। এই ছানাগুলি চিতাবাঘের কাছে সহজ শিকার হওয়ায় তারা ধীরে ধীরে লোকালয়ের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। একবার মানুষের বসতিতে ঢুকে পড়লে বিপদ আরও বাড়ে। বনকর্তারা জানান, একটি চিতাবাঘ শিকারের সন্ধানে নিজের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারে। চিতাবাঘের নির্দিষ্ট কোনও প্রজনন ঋতু নেই। তবে শাবক জন্মের পর স্ত্রী চিতাবাঘ এমন জায়গায় আস্তানা গাড়ে, যেখানে খাদ্যের অভাব নেই। কুকুর ছানা, ছাগল, গরু-সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চল তখন তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বনদপ্তর নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। সুন্দরবনে যেভাবে বাঘের হামলা রুখতে নাইলন জালের বেড়া ব্যবহার করা হয়, সেই মডেলই এবার প্রয়োগ করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার উদ্যোগে কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাস লাইন এলাকায় বসানো হয়েছে প্রায় ১২ ফুট উঁচু নাইলন ফেন্সিং। এর পাশাপাশি বসানো হয়েছে একাধিক ট্র্যাপ ক্যামেরা। এই ট্র্যাপ ক্যামেরার মাধ্যমে চিতাবাঘের গতিবিধি নজরে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। কোথা দিয়ে চিতাবাঘ ঢুকছে, কোন সময়ে সক্রিয় হচ্ছে-সব তথ্য মিলবে এই ক্যামেরা থেকে। প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াও সহজ হবে।

অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং যন্ত্রাংশ তৈরি এবং সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৬-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ৩৮-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন ইএসটিটি. নং. ২০২৫-২৬ সালের ২৪/ইএনজিজি/এপি-III, ২০২৫-২৬ সালের ২৮/ইএনজিজি/এপি-III, ২০২৫-২৬ সালের ৩০/ইএনজিজি/এপি-III দ্বারা ৫২ কেজি/৬০ কেজি/৬০ইআই-আর২৬০ -এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং যন্ত্রাংশ তৈরি ও সরবরাহ। টেন্ডারের মূল্য: ১,৪৫,১২,৪৪৩.২৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,২২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Ashuti-II Gram Panchayat

(THAKURPUKUR MAHESHTALA PANCHAYAT SAMITY)

Notice Inviting e-Tender

Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are- 09/A-II GP/25-26 (Sl. No 01), Dt-16/12/25 for Construction of Cover Drain with Soak Pit under 15th FC Fund. Bid Submission last dt-13/01/2026, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

OFFICE OF THE
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/ agencies for (1) NIeT No. 07/Tied 15th FC(2025-26) 1st Inst. vide Memo No. 744/KHGP/25-26, Date: 16.12.2025 for 8 (Eight) works. Bid submission(online) from 18/12/2025, 18.00 Hrs. up to 13/01/2026 14.00 Hrs. Bid opening date (Online) 15/01/2026 at 14.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or may visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

NIT No. WB/HZP/BI/CGP/APAS/NIT-16/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total 5(Five) Nos. different works. Last date of submission of Bid proposal (online): **29/12/2025 at 6:00 PM.** Bid opening date & time for Technical Proposal (Online): **01/01/2026 at 01.00 PM.** For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Chamrail Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমারা মক্কেল শ্রী প্রথম নস্কর পিতা- নিমাই নস্কর, ইং-২০২৪ সালে (DSR-I হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত) ৪২২৪ নং কোবালা দলিল মূল্যে চেন মারফত ৪৭৩ / ২০০৫ ও আমোক্তার (শ্রী সন্টু নস্কর) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা-লক্ষ্মণপুর, এল আর ৫৭৮ নং দাগে, এল আর ৩৮৬, ৬০০ নং খতিয়ানে সম্পত্তির নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে, ডোমজুড় BL & LRO অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

SMT DIPIKA DAS (ADV.)
HOWRAH JUDGES COURT
ENROL: F/ 1838/ 2465/ 2019
P.H. No- 9123616450

Jamna Gram Panchayet

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/ Offline tenders/Quotation vide Notice No. & Dated - **NIT No: 1048/JGP/e-NIT/2025 Date: 17/12/2025**
1049/JGP/NIQ/2025 Date: 1712/2025
Last date of bidding **12/01/2026**

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ 033 2638 3211/12/13 ফ্যাক্সঃ 033 2641 0830 www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/11/EE-II/BEUP/25-26 Dated: 18-12-2025

ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃক বিইইউপি-এর অধীনে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের বালিটিকুরি মোল্লাপাড়া, দাসনগর বাজার সংলগ্ন এবং ইছাপুর মাঝেরপাড়ায় সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং সৎ ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যাদের এই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II/ বিভাগ https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_976253) থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৩.০১.২০২৬, বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৪৩(৩) / ২৫-২৬
১৮।১২ ।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-র নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২৫-১২ তারিখঃ ১৬-১২-২০২৫

মাত্র তিন বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের **সালমারি (এসআরআই), সোনাইলি (এসআই), তেজনারায়ণপুর (টিএনপিআর), মনিয়ান (এমআইওয়াইএন), শিলিগুড়ি টাউন (এসজিইউটি), তিনমাইল হাট (টিএমএইচ), রঙ্গাপানী (আরএনআই), রাণীনগর জলপাইগুড়ি (আরকিউজে), মাগুরজান (এমএক্সজে), চ্যাটারহাট (সিএটি), ধুমডাঙ্গি (ডিএমজেড), হাটওয়ার (এইচডব্লিওআর)** এবং **গাইসাল (জিআইএল)** রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **বায়নার ধন ঃ** ২,০০০.০০ টাকা।

আবেদনের ফর্ম সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার ও এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে **২৩-১২-২০২৫** তারিখের **১০.০০** ঘন্টা থেকে **০৩-০২-২০২৬** তারিখের **১২.০০** ঘন্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিনে পাওয়া যাবে।

আবেদনের খামের উপরের অংশে (ডান দিকের কোণায়) লাল কালি দিয়ে অবশ্যই "__________ " স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন জমা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি চেম্বারে **২৩-১২-২০২৫** তারিখের **১০.০০** ঘন্টা থেকে **০৩-০২-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **আবেদন বাক্স পাওয়া যাবে** এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহারের চেম্বারে **০৪-০২-২০২৬** তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **আবেদন বাক্স খোলা হবে**। **নথিপত্র/আবেদন ফর্ম** উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারত থেকে ফিরেই সুখবর দিলেন তারকা, বাড়ল মেসি-সুয়ারেজ জুটির মেয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তিন দিনের ভারত সফরে এসে ভক্তদের মন জিতেছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে এক ঝলক দেখার আশায় মাঠ ভরিয়েছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। আর শুধু মেসিই নয়, সঙ্গে এসেছিলেন ইন্টার মায়ামিতে তাঁর দুই সতীর্থ রদ্রিগো দে পল ও লুইস সুয়ারেজ। এ বার ক্লাব ফুটবলে আরও এক বছর একসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে তাঁদের। ইন্টার মায়ামির সঙ্গে এক বছরের জন্য নতুন চুক্তিতে সই করলেন সুয়ারেজ। ৩৯ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকার ২০২৬ সালেও খেলবেন বর্তমান এমএসএস চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামির হয়েই। অন্য দিকে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন নিয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলে ফিরতে চান ৪১ বছর বয়সি ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। ২০২৪ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছিলেন সুয়ারেজ। ওই মরশুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছিলেন মোট ২৫ গোল। গত মরশুমেও ভালো ছন্দে ছিলেন ক্লাবের হয়ে। সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে খেলেছিলেন ৫০টি ম্যাচে। এর মধ্যে ছিল ১৭টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট। তবে মরশুমের শেষ ল্যাপে এসে সে ভাবে দাগ কাটতে পারেননি। তবে আরও এক বছর চুক্তি বাড়িয়ে তাঁর উপরে ভরসা রেখেছে ইন্টার মায়ামি। জর্দি আলবা, সের্গিও বুস্কেটসরা অবসর নিলেও সেই পথে হাঁটেননি সুয়ারেজ। অন্য দিকে চর্চায় উঠে এসেছেন ৪১ বছর বয়সি ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। এখনও বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। ২০২৪ সালে চেলসি ছাড়ার পরে এতদিন খেলতেন ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে। তবে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জাতীয় দলের হয়ে খেলাই এখন তাঁর লক্ষ্য। তাই ২০২৬ সালের আগে ফিরতে চাইছেন ইউরোপিয়ান ফুটবলে। এই অনিশ্চয়তার জন্য নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগে সিলভার সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল ফ্লুমিনেন্স। এখন দেখার জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে ইউরোপের কোনও ক্লাব তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখায় কি না।

অ্যালেক্স ক্যারির 'নট আউট' বিতর্কে নয়া মোড়

অ্যাডেলেড, ১৮ ডিসেম্বরঃ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল অ্যালেক্স ক্যারিকে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার এই উইকেটকিপার ব্যাটারকে বিতর্কিত ভাবে নট আউট দেওয়ার ঘটনার জল গড়ায় অনেক দূর। ক্যারি যখন ৭২ রানে ব্যাট করছিলেন, তখন পেসার জশ টাং-এর বলে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাচের আবেদন করে ইংল্যান্ড। কিন্তু স্নিকোমিটারে দেখা যায় ক্যারির ব্যাটের কাছ দিয়ে যাওয়ার কিছুটা আগেই তৈরি হয়েছে স্পাইক। সেই ফুটেজের উপরে ভিত্তি করেই ক্যারিকে নট আউট দেন আম্পায়ার। কিন্তু পরে দেখা যায় সেটা প্রযুক্তিগত ভুল। তাই ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডকে দেওয়া হলো 'ক্ষতিপূরণ'। অ্যালেক্স ক্যারিকে আম্পায়ার নট আউট দেওয়ায় ওই রিভিউ নষ্ট হয় ইংল্যান্ডের। সেঞ্চুরি করেন ক্যারি, বড় রানে পৌঁছয় অস্ট্রেলিয়া। সেটার মূল্য চোকাতে হয় ইংল্যান্ডকে। পরে এই সিরিজে যে কোম্পানি স্নিকো পরিচালনা করছে, তারাও ভুলের কথা স্বীকার করেছে। বিবিজি স্পোর্টস কোম্পানি মেনে নেয়, ক্যারির ঘটনায় স্নিকোমিটারে যে ভুল হয়েছিল, তা আসলে অপারেটরের গাফিলতি। অপারেটর স্নিকো প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় স্টাম্প মাইকের ভুল অডিয়ো বেছে নিয়েছিলেন। তাই আইসিসি-র পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ইংল্যান্ডকে একটি নতুন রিভিউ দেওয়া হয়।

এএফসি'র রোষের মুখে এআইএফএফ

কড়া শাস্তির কবলে এফসি গোয়াও!

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলে খারাপ সময় যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। দু'টি পৃথক কারণে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের শাস্তির কবলে পড়েছে এফসি গোয়া এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ফিফার ক্রমতালিকায় ভারত নেমে গিয়েছে ১৪২-এ। খাতায় কলমে দেশের ফুটবল মরশুম শুরু হলেও আইএসএল বা আই লিগের মতো প্রতিযোগিতা এখনও শুরু করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে শাস্তির খবর ভারতীয় ফুটবলের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। ঠিক কী কারণে শাস্তি পেয়েছে তারা? জানা গিয়েছে, এফসি গোয়াকে নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রোটোকল লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৮ নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে বিলম্বের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে দুই দলকেই। এএফসি'র ডিসিপ্লিনারি ও এথিক্স কমিটির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে তাদের। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ আল নাসেরের বিরুদ্ধে ম্যাচ আয়োজনে ত্রুটি রেখেছিল তারা। উল্লেখ্য, ২ অক্টোবর গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল দুই দলের ম্যাচ। সেই ম্যাচে গোয়ার এক সমর্থক মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। যা ভালো চোখে দেখেনি এএফসি। তাদের ডিসিপ্লিনারি ও এথিক্স কমিটি জানিয়েছে, এর ফলে আয়োজক হিসাবে শাস্তির কবলে পড়তে হবে এফসি গোয়াকে। কারণ, মাঠে দর্শক ঢুকে পড়ার ঘটনায় নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হয়েছে। যা একই সঙ্গে সঠিক নিয়ম মেনে চলার পরিপন্থী। এএফসি'র ডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড এথিক্স কোডের ৬৪.১ ধারার অধীনে এটা একটা অপরাধ। কত টাকা জরিমানা করা হয়েছে সন্দেশ জিঙ্ঘানদের দলকে। উত্তর হল, ৫ হাজার ইউএস ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে, এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ম্যাচে ঢাকায় মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই মাত্র ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড পর মাঠে নামে। সময়টা অল্প হলেও এএফসি'র কাছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই 'নিয়মভঙ্গে'র জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ১০০০ ইউএস ডলার জরিমানা করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৯০ হাজার টাকা। আয়োজক হিসাবে বাংলাদেশকে দিতে হবে ১,২৫০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ সালের মধ্যে এই টাকা দিতে হবে এফসি গোয়া, এআইএফএফ এবং বিএফএফ-কে।

'মেসির জন্য কোটি টাকা, দেশের ফুটবল বাঁচাতে অনীহা'

হায়দরাবাদ, ১৮ ডিসেম্বরঃ বর্তমানে আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসির ভারত সফর নিয়ে মজে রয়েছে গোটা দেশবাসী। গত সপ্তাহের শনিবার সিটি অফ জয় অর্থাৎ কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ফুটবলার। এছাড়াও ছিলেন রদ্রিগো ডি পল এবং লুইজ সুয়ারেজ। তারপর বিকেলে হায়দরাবাদ উড়ে গিয়েছিলেন তারকারা। সেখানেই আয়োজিত হয়েছিল দ্বিতীয় কনসার্ট। পরেরদিন অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যায় দেশের বানিজ্য নগরী তথা মুম্বাইতে আয়োজিত হয়েছিল তৃতীয় গোট কনসার্ট। যেখানে উপস্থিত ছিলেন গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা এলএমটেন থেকে শুরু করে রদ্রিগো ডি পল এবং লুইস সুয়ারেজ। তাঁদের দেখতে দেশের অন্যান্য স্টেডিয়ামের মতো এখানেও নেমেছিল মানুষের ঢল। যেখানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে থাকে গোটা অনুষ্ঠান। যেখানে প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দলের তারকা সুনীল ছেত্রী থেকে শুরু রাহুল ভেকে সহ চিংলেসানা সিংদের। সেখানে আর্জেন্টিনার জার্সি হাতে ও দেখা যায় সুনীল ছেত্রীকে। এছাড়াও ছিলেন বালা দেবী। সেখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতে মাঠে স্বাগত জানানো হয় মাস্টার ব্লাস্টার সচিন টেন্ডুলকারকে। যিনি পরবর্তীতে নিজের জার্সি তুলে দেন গতবারের বিশ্বজয়ীর হাতে। বিশ্ব ক্রিকেটের এই দেবতাকে হাততালি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানাতে ও দেখা যায় বিশ্বফুটবলের তারকাদের। এছাড়াও পরবর্তীতে দেশের রাজধানী দিল্লি সহ গুজরাটের জামনগরে আম্বানি পরিবারের সঙ্গে ও সময় কাটাতে দেখা যায় এই তিন ফুটবলারদের। যা রীতিমতো নজর কেড়েছে সকলের। অপরদিকে, গত কয়েক মাস ধরে এখনও পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ। যা রীতিমতো সমস্যায় রেখেছে দেশের প্রতিটি প্রথম সারির দল গুলির পাশাপাশি ফুটবলার ও কোচদের। এই পরিস্থিতিতে নিজের মতামত জানালেন জাতীয় দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান। তিনি লেখেন, 'এখন যখন পুরো দেশের ফুটবলকে আলিঙ্গন করার গত কয়েক দিনের উচ্ছ্বাস হঠাৎ করে কিছুটা কমে গেছে, তখন আমি আমার চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমত, আমাদের দেশ ফুটবলকে ভালোবাসে, স্টেডিয়ামগুলি পূর্ণ ধারণক্ষমতায় ভরে যেতে পারে এবং মানুষ খেলাটি দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে ইচ্ছুক তা দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।' আর ও লেখেন, 'তবে, যা আমাকে কষ্ট দেয় এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে, তা হল, যখন আমাদের নিজস্ব ফুটবল ইকোসিস্টেম বিপদের মুখে, সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ের একটির মুখোমুখি, আমরা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমাদের সামনে কোনও সক্রিয় ঘরোয়া ফুটবল থাকবে না। মনে হচ্ছে যেন আমরা সবকিছু বন্ধ করে দেওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছি কারণ ভারতের মধ্যে ফুটবলে বিনিয়োগ করার কোনও ইচ্ছা নেই, তবুও এই সফরে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এটা আমাকে যা বলে তা হল আমরা খেলাধুলা ভালোবাসি, কিন্তু সম্ভবত আমাদের নিজস্ব খেলোয়াড়দের সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু ফুটবল বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকে না। যারা সত্যিকার অর্থে খেলাটি বোঝেন তারা জানেন যে মাঠের কাঠামো, স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বাস কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের আগেও ভালো দিন কেটেছে। আর আমরা আবারও সেগুলো পেতে পারি। সত্যি বলতে, এখন আমার অনেক কিছু নিয়েই প্রশ্ন জাগছে। তা বলে, আমি সত্যিই আনন্দিত যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনে একবারই ঘটে যাওয়া এক মুহূর্ত উপভোগ করেছে এবং তাদের স্বপ্নকে জীবন্ত হতে দেখেছে। আমি কেবল আশা করি এই উপলক্ষ্যে কেবল ফুটবলকে ভালোবাসা নয়, বরং ঘরে বসে এটি টিকিয়ে রাখার বিষয়ে আরও গভীর আলোচনার সূচনা হবে।'

জোড়া গোলে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে এমবাপে

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৮ ডিসেম্বরঃ কোপা দেল রেতে শেষ ষোলোয় ওঠার ম্যাচে বড় অঘটন থেকে বেঁচে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ মুহূর্তে জমে ওঠা লড়াইয়ে তৃতীয় স্তরের দল তালাভেরার বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে জাবি আলোনসোর দল। এই ম্যাচেও রিয়ালের জয়ের নায়ক দারুণ ছন্দে থাকা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর জোড়া গোলেই কোনোরকমে উদ্ধার পেয়েছে রিয়াল। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর একটি রেকর্ড ভাঙার পথেও আরেকটু এগিয়ে গেলেন এমবাপে। রিয়ালের হয়ে ২০১৩ সালে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ৫৯ গোল করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেই রেকর্ড ছুঁতে এমবাপের লাগবে আর মাত্র এক গোল। ফরাসি তারকার গোলসংখ্যা এখন ৫৮। ২০২৫ সালে এমবাপের হাতে আরও একটি ম্যাচ বাকি। শনিবার রাতে সেভিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে এক গোল করলেই ছুঁয়ে ফেলবেন রোনাল্ডোকে। আর জোড়া গোল পেলে এককভাবে উঠে যাবেন শীর্ষে। চলতি মরসুমে এমবাপে কতটা অপ্রতিরোধ্য, সেটা বোঝা যাবে আরেকটি পরিসংখ্যানে। এই মরসুমে এখন পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের করা ৫০ গোলের ৩৩টিতে তাঁর সরাসরি অবদান (২৮ গোল এবং ৫ অ্যাসিস্ট), যা রিয়ালের মোট গোলে

৬৬ শতাংশ। তালাভেরার বিপক্ষে একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে রিয়াল। তবে এই ম্যাচেও এমবাপেকে বিশ্রাম দেননি কোচ আলোনসো। ম্যাচের ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এমবাপের গোলে লিড নেয় রিয়াল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আত্মঘাতী গোলে লিড দ্বিগুণ করে রিয়াল। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল সহজ জয়ই পেতে যাচ্ছে রিয়াল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় ম্যাচের রূপ, যেখানে ম্যাচের শেষ ১১ মিনিটে জোড়া গোল হজম করে রিয়াল। ৮০ মিনিটে নাহুয়েল আরোয়ো মাজোরার গোলে ব্যবধান ২-১ করে তালাভেরা। এরপর ৮৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন এমবাপে। কিন্তু এরপরও হাল ছাড়েনি তালাভেরা। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে গনসালো ডি রেনজোর গোলে ব্যবধান ৩-২ করে তারা। শেষ দিকে আন্দ্রে লুনিনের দারুণ একটি সেভের কারণে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়নি। ৩-২ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় ওঠে আলোনসোর দল। ম্যাচ শেষে এমবাপের প্রশংসায় রিয়াল কোচ আলোনসো বলেন, ''তার দুই গোল ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিলিয়ান সব সময়ই সহজে গোল করতে পারে। তৃতীয় গোলটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই আমরা তাকে মাঠে রেখেছিলাম।''

আজ ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বরঃ এই মরসুমের শুরুটা ভালো ছিল না মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেই পরাজিত হতে হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের কাছে। যেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি সমর্থকরা। সেই হতাশা ভুলে শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল ময়দানের এই প্রধান। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। প্রতিবেশীদের টেক্কা দিয়ে আইএফএ শিল্ড ছিনিয়ে নিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গ্রুপ পর্বে অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল গোকুলাম কেরালা এফসির পাশাপাশি ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে। তারপর ছিল বহু প্রতীক্ষিত ফাইনাল। সেখানেই বদলা নিয়েছিল মোহনবাগান। লাল-হলুদ বধ করে ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় সবুজ-মেরুন। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল আপামর মোহন জনতা। পরবর্তীতে সেই ধারা সুপার কাপে বজায় রাখার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। গত নভেম্বরের শেষেই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ তথা সেমিফাইনাল নির্ধারণী ম্যাচে ফের পড়শী ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। সেখানে অমীমাংসিত ফলাফলে শেষ করলেও গোল পার্থক্যের ভিত্তিতে পরের রাউন্ডে চলে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যেটা ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। সেক্ষেত্রে বারংবার প্রশ্নের মুখে পড়ে কোচের ভূমিকা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হোসে মোলিনা যে বাকি মরসুমে এই দলের দায়িত্বে থাকবেন না তা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তারপর নভেম্বরের শেষের দিকেই হোসে মোলিনাকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। এই স্প্যানিশ কোচের পরিবর্তে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় সার্জিও লোবেরার হাতে। পূর্বে জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল দল তথা ওড়িশা এফসির দায়িত্বে ছিলেন লোবেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুক্তি ছিন্ন করে যোগ দিয়েছন সবুজ-মেরুন শিবিরে। তাঁকে নিয়ে এখন ব্যাপক প্রত্যাশা সকল সমর্থকদের। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও এবারের সুপার কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যেতে হয়েছিল শুভাশিস বসুদের। সেই ধাক্কা কাটিয়েই আসন্ন ফুটবল টুর্নামেনেন্ট ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর মেরিনার্সরা। যদিও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি প্রথম ডিভিশন লিগের দিনক্ষণ। এসবের মাঝেই এবার আগামী ১৯শে ডিসেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুশীলন গ্রাউন্ডে প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে সার্জিও লোবেরার ছেলেরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে বাংলার অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। সব ঠিকঠাক থাকলে বিকেল চারটে বেজে তিরিশ মিনিট থেকে শুরু হতে পারে এই ম্যাচ।

চার পেনাল্টি ঠেকিয়ে পিএসজিকে প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা জেতালেন গোলকিপার

বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের ২৪ ঘণ্টা পর মাঠে নেমে টাইব্রেকারে উড়িয়ে মারলেন উসমান দেম্বেলে। কিন্তু তার ও দলের হতাশা মুহূর্তেই মুছে দিলেন একজন, মাতভেই সাফানভ। অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় টাইব্রেকারে একে একে চারটি শট ঠেকিয়ে দিলেন এই রুশ গোলরক্ষক। ফ্ল্যামেঙ্গোর স্বপ্ন ভেঙে প্রথমবারের মতো ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতল পিএসজি।

সংবাদ সংস্থা, কাতার, ১৮ ডিসেম্বরঃ কাতারের আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে শিরোপা জয়ের ম্যাচটি নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ ড্রয়ের পর, টাইব্রেকারে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে লুইস এনরিকের দল। পুরো ম্যাচে ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রাখা এবং আক্রমণ আধিপত্য করা পিএসজি খাভিচা কাভারাসখেলিয়ার গোলে এগিয়ে যায়। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জর্জিনিয়োর সফল স্পট কিকে সমতায় ফেরে ব্রাজিলের ক্লাবটি। এরপর অনেক চেষ্টা করেও আরেক গোলের দেখা আর পায়নি পিএসজি নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও সমতা ধরে রেখে ম্যাচ টাইব্রেকারে টেনে নেয় সপ্তাহ দুয়েক আগে চার দিনের ব্যবধানে কোপা লিবের্তাদোরেস ও ব্রাজিলিয়ান সেরি আ জয়ী দলটি। এরপর শুরু পেনাল্টি শুট আউটের রোমাঞ্চ। নিজেদের প্রথম শটে দুই দলই গোল পায়। এরপরই সাউল নিগেসের শট ডান দিকে ঝাঁপিয়ে রুখে দেন সাফানভ। এবং এরপর ফ্ল্যামেঙ্গোর আর কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। যদিও এগিয়ে যাওয়ার ওই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি দেম্বেলে, উড়িয়ে মারেন তিনি। ফ্ল্যামেঙ্গোর দ্বিতীয় শুটার পেদ্রোর প্রচেষ্টাও সাফানভ ডানদিকে ঝাঁপিয়ে

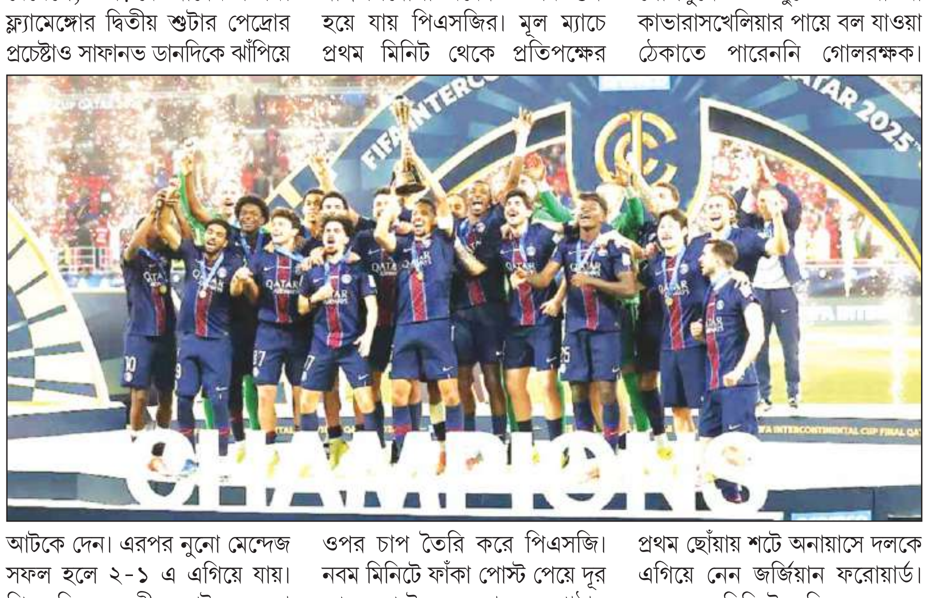

আটকে দেন। এরপর নুনো মেন্দেজ সফল হলে ২-১ এ এগিয়ে যায়। পিএসজির তৃতীয় শট নেওয়া ব্র্যাডলি বার্কোলার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে অবশ্য উত্তেজনা জাগান ফ্ল্যামেঙ্গোর গোলরক্ষক। তবে, সাফানভের বিশ্বস্ত গ্লাভসে পিএসজির সব চিন্তা দূর হয়ে যায়। লিও পেরেইরার সোজাসুজি শট রুখে দেওয়ার পর, সাফানভ ডানদিকে ঝাঁপিয়ে লুইস আরাউহোর শট ঠেকিয়ে দেওয়া মাত্র শিরোপা জয়ের উৎসব শুরু হয়ে যায় পিএসজির। মূল ম্যাচে প্রথম মিনিট থেকে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করে পিএসজি। নবম মিনিটে ফাঁকা পোস্ট পেয়ে দূর থেকে শটে বল জালেও পাঠান ফাবিয়ান রুইস কিন্তু তার আগের মুহূর্তেই বল বাইলাইন পার হয়ে যাওয়ায় ভিএআরের সাহায্যে কর্নার দেন রেফারি। পজেশন ও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে প্রথমার্ধের শেষ দিকে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় পিএসজি। ডান দিক থেকে দিজিরে দুয়ের শট ঝাঁপিয়ে আটকালেও, গোলমুখে ছুটে যাওয়া কাভারাসখেলিয়ার পায়ে বল যাওয়া ঠেকাতে পারেননি গোলরক্ষক। প্রথম ছোঁয়ায় শটে অনায়াসে দলকে এগিয়ে নেন জর্জিয়ান ফরোয়ার্ড। ৫৯তম মিনিটে ডি-বক্সে দে আরাসকায়েতাকে পিএসজি ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োস ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ফ্ল্যামেঙ্গো। ভিএআর মনিটরে রিপ্লে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। সফল স্পট কিকে সমতা টানেন ইতালিয়ান ডিফেন্সিভ-মিডফিল্ডার জর্জিনিয়ো। অসুস্থতার কারণে দলের গত দু ম্যাচে খেলতে পারেননি এবারের ব্যালন দ'র ও ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ী দেম্বেলে। ৭৮তম মিনিটে দুয়েকে তুলে তাকেই বদলি নামান পিএসজি কোচ। মাঠে নামার পরপরই একটি হাফ-চান্স পান মঙ্গলবার 'দ্য বেস্ট ফিফা মেন'স প্লেয়ার' অ্যাওয়ার্ড পাওয়া দেম্বেলে। কিন্তু তার শট রক্ষণে প্রতিহত হয়। পরে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও তিনি পারেননি অসাধারণ কিছু করতে। টাইব্রেকারেও তাকে ঘিরে ধরেছিল একরাশ হতাশা। তবে সাফানভের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দেম্বেলেকে বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকতে হয়নি। জানুয়ারিতে চলতি বছরে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেয়েছিল পিএসজি, উঁচিয়ে ধরেছিল ফরাসি সুপার কাপ। এরপর বছরের মাঝামাঝি এসে ফরাসি কাপ, লিগ আঁ ও প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়ে প্যারিসের দলটি। সাফল্যে রাঙা বছরের শেষটাও তারা করল আরেকটি ট্রফি জয়ের আনন্দে, বিশ্বের সেরা ক্লাবের মর্যাদায়।

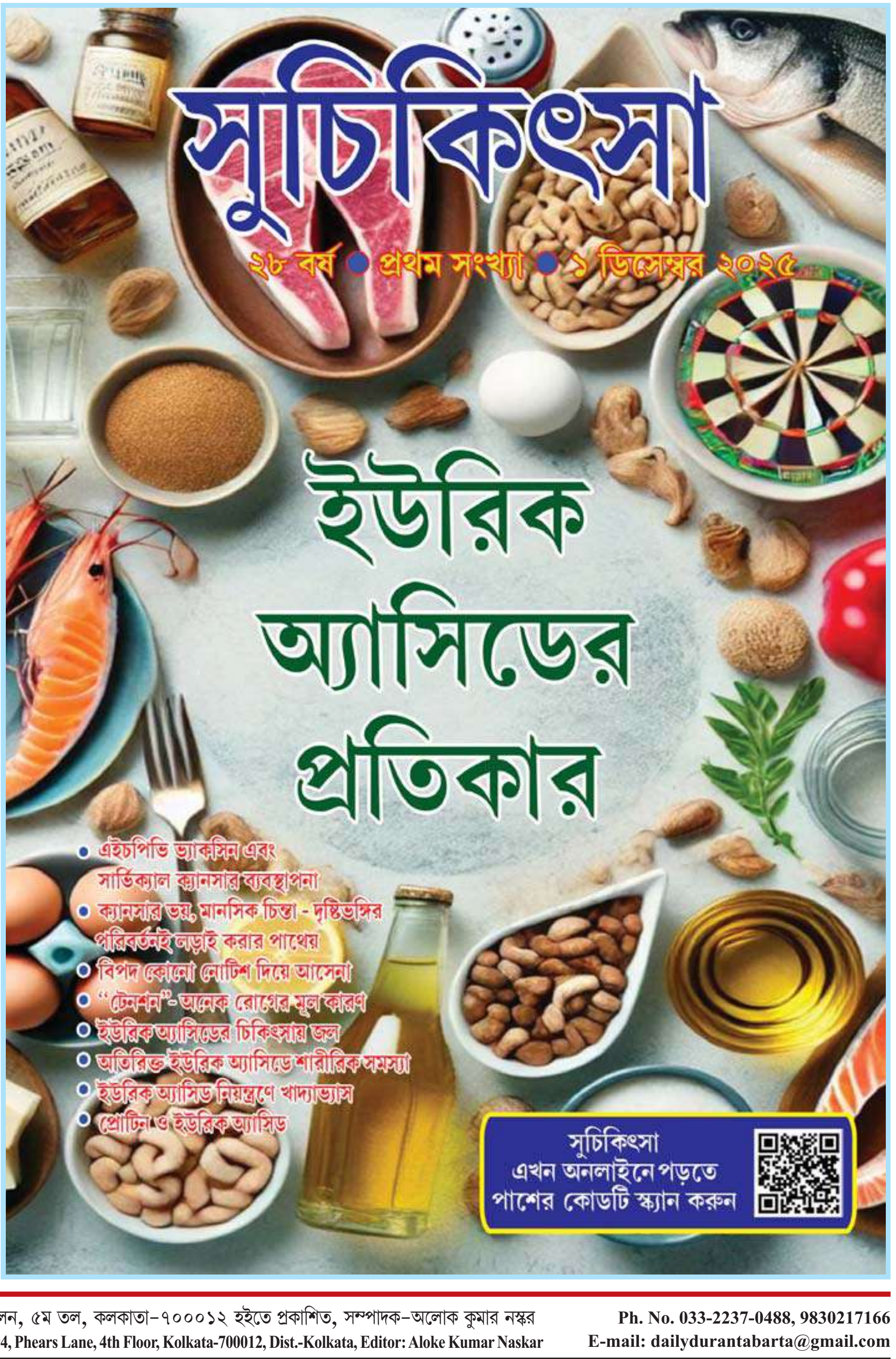

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com